ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-344 ■ 22 September, 2024 ■ আগরতলা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৫ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা



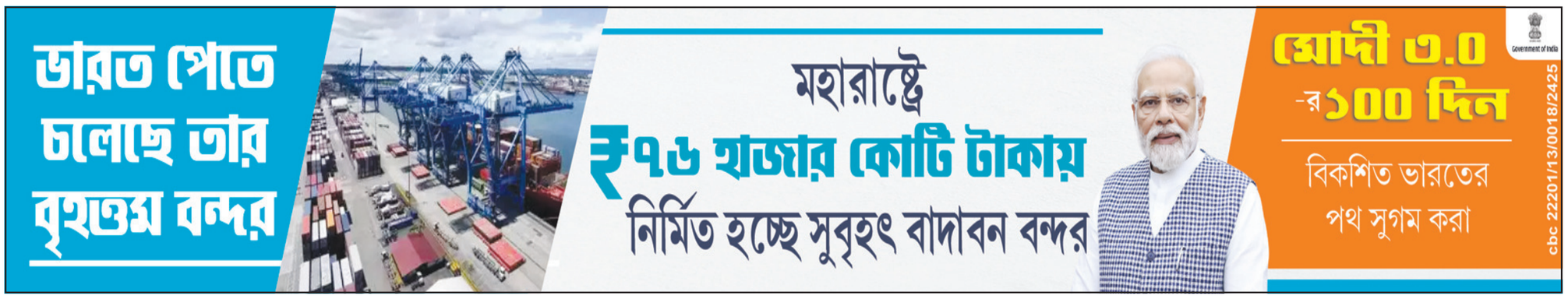



# বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সহিংসতায় নিহত ৪, আহত শতাধিক

**মনির হোসেন। ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর।।** বাংলাদেশের পাহাড়ী জেলা খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সহিংসতায় ৪ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সংঘর্ষে এ পর্যন্ত দু'জেলায় শতাধিক লোক আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। তবে সহিংসতায় নিহতের ঘটনায় বিচারের দাবীতে ঢাকার শাহবাগে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যরা।

জানা গেছে, চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও ৫০ জন। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। তাদের চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম রেঞ্জ পুলিশের উপমহাপরিদর্শক আহসান হাবিব এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতরা হলেন- জুনান চাকমা, ধনঞ্জয় চাকমা ও রুবেল। জুনান চাকমা ও রুবেলের বাড়ি খাগড়াছড়ি সদরে এবং ধনঞ্জয় চাকমার বাড়ি দীঘিনালায়। নিহতদের মরদেহ খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে রয়েছে। বাকিদের খাগড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

খাগড়াছড়ির সহিংসতার উত্তাপ ছড়িয়েছে পাশের জেলা রাঙ্গামাটিতেও। এতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এই সংঘাতে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক সাদিয়া আক্তার জানান, সংঘাতে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬ থেকে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ছাড়া একজন মারা গেছেন। তবে তার নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে জেলা শহরের নারানখাইয়া, স্বনির্ভর এলাকায় ব্যাপক গুলির শব্দ শোনা যায়। এ সময় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে রাতে ১২ জনকে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজনের মৃত্যু হয়। চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে। তবে কাদের মধ্যে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান জানান, পরিস্থিতি শান্ত করতে জেলাজুড়ে সেনাবাহিনী ও বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলার দীঘিনালায় দুইপক্ষের বিরোধের জের ধরে লারমা স্কয়ারের বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। তাতে ৫০টির বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে যায়। আহত হন পাঁচজন।

এদিকে, খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় সুষ্ঠু বিচারের দাবি করে রাজধানী ঢাকায় বিক্ষোভ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ঢাকায় বিক্ষোভ

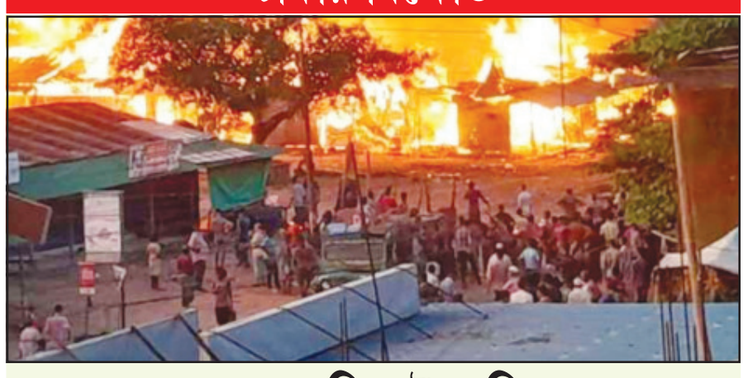

## আগরতলায় সহকারি হাই কমিশনের কাছে ডেপুটেশন, শহরে বিক্ষোভ মিছিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সরব হয়েছে ত্রিপুরা চাকমা স্টিডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সহ অন্যান্য সংগঠন। আজ এরই প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে। এদিনের মিছিলিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

সংগঠনের এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, গত তিন ধরে বাংলাদেশের খাগড়াছড়িতে চাকমা, আদাবাসী জনগণ, সংখ্যালঘু ও ছাত্রের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ সংঘটিত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যালঘু মহিলাদের উপর গণধর্ষণ চলছে। প্রতিদিন বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও চাকমা, সংখ্যদলঘুরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে আজ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, বাংলাদেশে চাকমা, আদাবাসী জনগণ, সংখ্যালঘু প ছাত্রদের নিরাপত্তা প্রদান করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এদিকে, বাংলাদেশের বুদ্ধ ধর্মাম্বলী ও হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ত্রিপুরা রাইমাভেলি ভিক্ষু সংঘ বুদ্ধমন্দিরস্থিত বেনুবন বিহারী সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ইকফাই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

# দেশের অগ্রগতি ও কল্যাণে পড়ুয়াদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারত মিশনে আমাদের দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে সুপার পাওয়ার হয়ে উঠবে। ছাত্রছাত্রীদের জীবন গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাই হল সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। জ্ঞান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শুধু তাদের জীবন গড়ে তুললেই হবে না। দেশের অগ্রগতি ও কল্যাণেও ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আজ ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। আজ বিকালে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং আমাদের দেশের উন্নতিতে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. পি জি সীতারাম। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. বিপ্লব হালদার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন পেশ করেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এ রঙ্গনাথ। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

## দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন অতিশী

**নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।।** দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। শনিবার বিকেলে দিল্লির রাজনিবাসে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অতিশী। এছাড়াও দিল্লির মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন গোপাল রাই, সৌরভ ভরদ্বাজ প্রমুখ। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পূজা অনুদান ঘোষণা করলো রাজ্য সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** রাজ্য সরকার এবছর বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের জন্য উৎসব অনুদান বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে উপকৃত হবেন বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ। আজ সামাজিক মাধ্যমে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অনুযায়ী, গ্রুপ-সি,গ্রুপ-ডি, ডিআর ডাব্লুইএস, পেনশানার, মন্দিরে সরকারি পুরোহিতদের ২০০০ টাকা ফ্যাস্টিভেল অনুদান দিয়েছে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# আত্মনির্ভর ভারত গড়তে মূখ্যভূমিকা পালন করছে স্বসাহায়ক দলগুলো ঃ সুশান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** স্বসহায়ক দল গঠনের উদ্দেশ্য হলো নিজে স্বনির্ভর হওয়া ও সবাই মিলে আত্মনির্ভর হওয়া। স্বসহায়ক দলের সদস্যাগণ আত্মনির্ভর ভারত গড়তে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। রাণীরবাজার পুর পরিষদের উদ্যোগে গীতাঞ্জলী টাউনহলে আজ ত্রিপুরা শহুরী আজিবীকা মিশনে ৭৩টি স্বসহায়ক দলকে মেগা ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় ৫০ হাজার স্বসহায়ক দলের প্রায় ৫ লক্ষ সদস্যা রয়েছেন। এই মহিলা সদস্যাগণ সকলেই এখন আত্মনির্ভর। মহিলাদের এই আত্মনির্ভর করার জন্য প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে না পারলে আত্মনির্ভর সমাজ গঠন করা যাবে না। পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, শুধুমাত্র পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা এবং পরিবারের একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ থাকবেন না। তিনি সব মহিলাগণকে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পাশাপাশি আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার কাজেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ৭৩টি স্বসহায়ক দলকে, ৫ জনকে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামে, ৬২ জনকে প্রধানমী স্ট্রিট ভেনডার্স আত্মনির্ভর নিধি প্রকল্পে ন্যনতম সুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লদাস ও ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দেবীনগর গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার রাহুল দেবনাথ, রাণীরবাজার স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার বিকাশ রায়, রাণীরবাজার পুর পরিষদের উপ মুখ্যআধিকারিক শ্যামল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। খাদ্য ও জনসংভরণ মী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিগণ স্বসহায়ক দল ও অন্যান্য ঋণ গ্রহীতাদের হাতে ঋণের মঞ্জুরীপত্র তুলে দেন।

# জনতার প্রতিরোধে শ্লীলতাহানি থেকে বাঁচলো নাবালিকা, আটক ৩

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** আজ এলাকাবাসীদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে শ্লীলতাহানি থেকে বাঁচলো এক নাবালিকা। অভিযুক্ত চার জনের মধ্যে একজন পালাতে সক্ষম হলেও তিন যুবককে আটক করে এলাকাবাসী। এই শ্লীলতাহানির ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুর তিনটা নাগাদ বিলোনিয়া নেতাজী পল্লীর মরা পুকুর পাড় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ সেখান থেকে তিন যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া থানাতে।এরপর নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে ইদুল হক, বাবলু শেখের বিরুদ্ধে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে মামলা দায়ের করা হয় আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, প্রায় সময়ই ইদুল শেখ, বাবলু শেখ, রুস্তম শেখ ও মনির হোসেন এই চার যুবক এলাকার ছোট ছোট মেয়েদের দেখলে উত্ত্যক্ত থেকে শুরু করে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

সবই মুখ বুজে সহ্য করে যায় লোকলজ্জার ভয়ে অবশেষে শনিবার দুপুরে ধৈয্যের বাঁধ ভেঙে যায় পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বারো বছরের এক নাবালিকাকে পুকুরের জলের মধ্যে হাত ধরে টানাটানি করে ইদুল শেখ সাথে ছিল বাবলু শেখ টানাটানি করতেই চিৎকার চেঁচামেচির পর ছুটে আসে এলাকার লোকজন।

এরপর এলাকাবাসীরা ইদুল শেখ, বাবলু শেখ দুই যুবককে আটক করার পাশাপাশি ভাড়া বাড়িতে গিয়ে রুস্তম শেখ ও মনির হোসেনকে আটক করার জন্য যাওয়ার পর মনির হোসেন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অপর তিন যুবককে উত্তম মধ্যম দিয়ে তুলে দেয় পুলিশের হাতে, জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে বিলোনিয়া মরা পুকুর পাড়ে ভাড়া থাকে, পেশায় রাজমিস্ত্রী কাজ করে, এলাকাবাসীরা জানায় দীর্ঘ দুই বছর ধরে চার যুবক থাকে মরা পুকুর পাড়ের একটি মালিক বিহীন বাড়িতে, তাদের যন্ত্রনায় এলাকার ছোট ছোট মেয়েরা বাড়ি থেকে বের হতে পারে না, স্নান করতে পারে না, মেয়েদের কুমন্তব্যের পাশাপাশি গায়ে হাত দিতেও কুন্টা বোধ করে না এমনি অভিযোগ , এরপর এলাকাবাসীরা তল্লাশি চালিয়ে আরো তিন মুসলিম যুবককে আটক করে তুলে দেয় পুলিশের হাতে।

জাগরণ আগরতল ২২ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
৫ আশ্বিন, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

# বাংলাদেশে মদত পাক গোয়েন্দা চক্রের

বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় সম্প্রতি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর যেভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হইতে শুরু করিয়াছে তাহা শুধু ভারতের কাছেই নয় গোটা বিশ্বের কাছেই উদ্বেগ জনক। এই ধরনের ঘটনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম নদীর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানবাধিকার কমিশন এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করার বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন।

এবার নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কর্তারা বাংলাদেশ নিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিয়াছেন। আগষ্ট প্রতিবিপ্লবের পর বাংলাদেশ একদিকে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ, অন্যদিকে পাকিস্থানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই এখন দারুণ সক্রিয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ ধারার প্রতীক বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের মূর্তি ভাঙ্গা থেকে স্মৃতি চিহ্ন মুছিয়া দেওয়ার কাজ চলিতেছে। ইতিমধ্যে বি এন পির দাবি মুজিবর নন, শহিদ জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জনক। তাহা অবিলম্বে ঘোষণা করিতে হইবে। অন্যদিকে কট্টর ইসলামপন্থী শিবির ঢাকায় পাকিস্থানের রূপকার মহম্মদ আলি জিন্নার জন্মদিবস পালন করিয়া তাহাকেই বাংলাদেশের প্রকৃত রূপকার বলিয়া দাবি জানাইয়াছেন। জামাতে ইসলামির চরমপন্থী নেতারা ২০৪০-এর মধ্যে বাংলাদেশে পুরোপুরি ইসলামিকরণের দাবি তুলিয়াছেন। বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া কিছুই থাকিবে না। হিন্দু মন্দির মূর্তি পুজা বন্ধের পাশে খৃষ্টানদের চার্চের অস্তিত্ব জোটাইতে হইবে। হিন্দু খৃষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ইসলামিকরণ মানিয়া এদেশে থাকিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের বাংলাদেশ ছাড়িতে হইবে।

জামাতে ইসলামির চরমপন্থীরা আবার ৪০ সালের মধ্যে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশের স্বপ্ন পুরণের ডাক দিচয়া বসিয়াছে। বৃহত্তর ও ইসলামির বাংলাদেশে ভারতের উত্তর- পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনবিন্যাসের এলাকাগুলি বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তির সংকল্প নিয়াছে জামাতে ইসলামি। এর পেছনে আসল মাথা পাকগুপ্তচর চক্র আই এস আই। বৃহত্তর ইসিলামিক বাংলাদেশের পরিকল্পনা যে পাক গুপ্তচর চক্র আই এস আইয়ের মস্তিষ্কপ্রসূত তাহা নিয়া নিশ্চিত সাউথ ব্লকের কর্তারা। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের দাপটে মার্কিন প্রশাসন ও সি আই এ সমর্থনপুষ্ট ক্যুতে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব ফেলিয়াছে।

পাকিস্থানের বেহাল অর্থনীতি, দেশে বিচ্ছিন্নতার জেহাদ উপেক্ষা করিয়া পাক সামরিক গোয়েন্দা চক্র আই এস আই জামাতে ইসলামি ও অন্য চরমপন্থী ভারত বিরোধী গোষ্ঠীর সাহায্যে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশের মানসিকতা গড়িয়া তুলিতে সক্রিয়। সি আই এ সমগ্র পরিস্থিতিতে নজর রাখিয়া চলিয়াছে। তাহাদের লক্ষ্য সেন্ট মার্টিন দ্বীপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি গড়িয়া তোলা। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার পাশে ভারতকে স্নায়ুর চাপে রাখাও তাহাদের লক্ষ্য।তদারকি সরকার মার্কিন প্রশাসন ও পাকিস্থানের রাজনৈতিক স্বার্থের পাহারাদার হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অভিযোগ স্বাধীন বাংলাদেশ, স্বাধীনতার লড়াই-মক্তিযুদ্ধ ধারার মানিষ জনের। বাংলাদেশ ক্রমেই মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক ও চরম ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ ধারার সংঘাতে কেন্দ্রবিন্দু হইয়া উঠিতে চলিয়াছে। বি এন পির অভ্যন্তরেও উদারবাদীরা জামাতের আগ্রাসনের রাজনীতির ক্রমেই বিরোধী হইয়া উঠিতেছে। পরিস্থিতি এইভাবেই চলিতে থাকিলে একদিকে যেমন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিরোধী চরম আকার ধারণ করিতে পারে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যেভাবে হামলা অগ্নিসংযোগ সহ নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে তাহা খুবই উদ্বেগ জনক। এর ভয়ঙ্কর পরিণতি বাংলাদেশকে আরো জটিল সমস্যার সম্মুখীন করিতে পারে। আপাত দেশটিতে বাংলাদেশ যাহাকে লাভ বলিয়া মনে করিতেছে একদিন সেই লাভ ক্ষতির অংক কষিয়া পস্তাইতে বাধ্য হইবে।

# প্রতিবাদী ২ ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বহিষ্কারের অভিযোগ বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে

বাঁকুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া দুই ছাত্রীকে ক্লাসে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠল অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার সারদামণি কলেজে।

অপর্ণা মণ্ডল ও প্রেয়সী টুডুকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও ওই কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান শ্যামল সাঁতরা ক্লাসে ঢুকতে দেননি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বিরোধীরা। তারা বিষয়টিকে 'থ্রেট কালচার' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই ঘটনায় সরব হন ছাত্রীরা। শনিবার সকাল থেকে কলেজের গেটের বাইরে ঘটনার প্রতিবাদে অবস্থান করেন ছাত্রীদের একাংশ। একজন অধ্যাপক কী ভাবে দুই ছাত্রীকে আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় ক্লাস থেকে বার করে দিতে পারেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

শ্যামল সাঁতরা এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, "আমার বিভাগে একটা সুস্থ পরিবেশ রয়েছে। ২৫০ পড়ুয়া এখানে পড়াশোনা করেন। পড়ুয়ারাই লিখিত জানিয়েছিলেন, আন্দোলনে যাতে তাঁদের জোর করে নিয়ে যাওয়া না হয় বা টাকা আদায় করা না হয় তা নিশ্চিত করতে। কয়েকজনের নামে পড়ুয়রা অভিযোগও করেন। আমি তাঁদেরই চিহ্নিত করে বলেছি ক্লাস করার প্রয়োজন নেই।"

এই ঘটনা প্রসঙ্গে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, "ছাত্রীরা আমাকে অভিযোগ জানালে প্রথমে তা বিভাগের মধ্যে মিটিয়ে নিতে বলি। আমি এই বিষয়টি নিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলব।" তবে এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ মানতে চাননি তিনি।

# সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা তসলিমার

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "উর্দু বলবে বাঙালি। কবর থেকে সালাম বরকতের হাড়গোড় তুলে পুড়িয়ে দিয়ে হয়তো উর্দুকে একদিন রাষ্ট্র ভাষা করবে। পাকিস্তানের পতাকাও কায়দা করে ওড়ানো হয়েছে কিছুদিন আগে।" সামাজিক মাধ্যমে এভাবেই বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

তিনি লিখেছেন, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ইসলামি জলসার ধুম পড়েছে। টুপি পরে শত শত ছাত্র উর্দু ভাষায় ইসলামি সংগীত গাইছে। জায়গায় জায়গায় লা ইলাহা লেখা ইসলামি পতাকা উড়ছে। শুধু জিহাদিরা নয়, সেনাবাহিনীও স্লোগান দিচ্ছে নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর।

রাজাকারের হাতে দেশ। এই সময় খুব স্বাভাবিক যে স্বাধীনতার শত্রু রাজাকারের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা হবে, দেশটাকে পাকিস্তানের অংশ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে বহু লোক। বাংলাদেশ বেতারও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে উর্দু অনুষ্ঠান চালু করার। বেশ তো, মুসলমানের ভাষা আরবি তো মকশো করা গেল না, অতএব হিন্দি সিনেমা দেখে দেখে হিন্দি জানা হয়েছে যখন, হিন্দি জানলে উর্দু তো কঠিন কিছু নয়।

শুনেছি ঢাকা করাচি ফ্লাইটও নাকি চালু হতে যাচ্ছে। শুনেছিলাম পাকিস্তানের ভিসাও নাকি ফ্রি করে দিচ্ছে। তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চাইলে পাকিস্তান কি রাজি হবে? আমার তো মনে হয় না।

# হারিয়ে যাওয়া পুজোর গান

সম্বুদ্ধ দত্ত

'ও... আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে' অন্তরা চৌধুরীর গাওয়া এই গানের লাইন যেন সব বয়সের বাঙালির মনের কথা। দুর্গাপুজোর আগেই যেন একটা পুজো পুজো গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আকাশ থেকে বাতাস, প্রকৃতির একেবারে কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ে পুজোর আবেশ। নির্মল শরতের আকাশ, শিউলি ফুলের গন্ধ, কাশফুল, বর্ষাস্নাত উদীপ্ত সবুজ গাছপালা, পুজোয় নতুন পোশাক, নতুন উপহার। সব মিলিয়ে একটা খুশি খুশি মন। এক সময় এই মনকে আরও উৎসব মুখর করে তুলতো পুজোর গান। পুজোর গান ছাড়া দুর্গাপূজা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

পুজোর গানের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৯১৪ সালের পুজোর দিন কয়েক আগে প্রথম পুজোর গান প্রকাশ হয়। সেই সময় অবশ্য যেসব শিল্পীরা গেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন সমাজে ব্রাত্যজন। এই শিল্পীদের তালিকায় ছিলেন মানদাসুন্দরী, বেদনাদাসী, কৃষ্ণভামিনীর মতো গায়িকারা, যাঁরা ছিলেন পেশায় বাইজি। তখন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের গান গাওয়া ছিল। নিন্দনীয়। এই কারণেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন শ্রীমতী অমলা দাশ নিজের নাম গোপন করে "মিস দাশ" নামে পুজোর গান রেকর্ড করেছিলেন। সে গান ছিল রবীন্দ্রসংগীত। আরও একজন শিল্পী সে সময় প্রকৃত পরিচয় গোপন করে পুজোর গান রেকর্ড করেছিলেন। তিনি মহম্মদ কাশেম। কে. মল্লিক নামে তিনি পুজোর গান গেয়েছিলেন। পুজোর গানকে আরও জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় করে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে রেকর্ড কোম্পানিগুলো তখন রেকর্ডের সঙ্গে একটা গানের বই উপহার হিসাবে ক্রেতাদের দিতে শুরু করে। পরে পর্যায়ক্রমে আরও বেশ কিছু নামী শিল্পী যেমন, ইন্দুবালা, আশ্চর্যময়ী দেবী, আঙ্গুলবালা দেবী, কমলা ঝরিয়া, সাহানাদেবী, কনক দাস, থেকে অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, উমা বসু, গৌরকিশোর ভট্টাচার্য, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গাল, কৃষ্ণচন্দ্র দের মতো বরেন্য শিল্পীদের গান পুজোর সময়ে প্রকাশ হতে থাকে। ধীরে ধীরে পুজোর গান যেন দুর্গা পুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পুজোর সময় প্রকাশিত গানের নামই হয়ে গেল "পুজোর গান বা শারদ অর্ঘ্য"। দিন এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে নানা আঙ্গিকের গান

পুজোর সময়ে বেরোতে শুরু করল। কীর্তন, পল্লীগীতি, লোকগীতি, দেবীবন্দনা, নজরুলগীতি থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, গীতিনাট্য, হাস্যকৌতুক, প্যারডি থেকে সমকালীন (আধুনিক) গানের মতো নানা স্বাদের গান। একঝাঁক নক্ষত্রের উদয় হল বাংলা সংগীত জগতের শচীন দেববর্মনের "তাকদুম তাকদুম বাজে বাংলাদেশের ঢোল", "মন দিলনা। বধ।- এর মতো একটু ভিন্ন স্বাদ ও ছন্দের গান বাঙালিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।। ১৯৪৮ সালে সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া বাঙালি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মধুর কন্ঠে পুজোয় প্রেমের নতুন আবেদন শুনলো- সেই সাগর বেলায় বিনক খোজার ছলে গান গেয়ে পরিচয়। এরপর প্রতি বছর পুজোয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলায় আমরা চন্দন পালঙ্কে শুয়ে, মধুর মধুর বংশী বাজে এর মতো অগুনতি গান পেয়েছি। ঠিক এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে পুজোর বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটলো। শুরু হল সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জুটির অনবদ্য সৃষ্টি। সলিল চৌধুরী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের "রাণার" কবিতা সুরারোপ করে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন, সংলাপ ও সুরের এমন মেলবন্ধন বাংলা গানে এর আগে কখনও কেউ করেন নি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে এমন নাটকীয় ভঙ্গীতে গাইলেন যা আজও ইতিহাস হয়ে আছে। এরপর থেকে প্রতি বছর পুজোয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কি গান গাইছেন তা জানতে বাঙালির আগ্রহের অন্ত ছিলনা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একের পর এক গান পুজোয় প্রকাশিত হল, "অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি", "পালকি চলে হুনহুনা", "কোনো এক গাঁয়ের বধূ" থেকে "এক গোছা রজনী গন্ধা", "কত দিন পরে এলে" এর মতো অসংখ্য গান। ১৯৫০ সালে যুথিকা রায়ের কণ্ঠে প্রকাশ পেল কমল দাশগুপ্ত এবং প্রণব রায়ের তৈরি গান, "এমনই বরষা ছিল সেদিন" যা ভীষন জনপ্রিয় হল। প্রণব রায় এবং কমল দাশগুপ্ত দু'জনেরই জীবনে নজরুল ইসলামের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সেই কারণেই এ গানে একটা নজরুলগীতির সুভাষ পাওয়া যায়। প্রণব রায়ের লেখা "চিঠি" গান হয়ে জগন্ময় মিত্রর কণ্ঠে ধ্বনিত হল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার পুজোর গানে, "আমি এতো যে তোমায় ভালো বেসেছি" গানটি চিরকালের সেরা গানের তালিকায় আজও জায়গা করে রেখেছে। ১৯৫৩ সালের পুজোর গানে মান্না দে উপস্থিত হলেন তাঁর নিজের গায়ন ভঙ্গীতে মান্না দে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানে নিজের সুরে গাইলেন, "কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল" এর পরে তাঁর কণ্ঠে আমরা বছরের পর বছর শুনলাম- "এ নদী এমন নদী", "সে আমার ছোট বোন", "যখন কেউ আমাকে পাগল বলে", "খুব জানতে ইচ্ছে করে", এমন সব কালজয়ী গান। এর বাইরে শ্যামল মিত্র- "স্মৃতি তুমি বেদনা", ও শিমুল বন দাও রাঙিয়ে মন। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়- আলতা পায়ে আলতো ছোঁয়া, "কাজল নদীর জলে"। সনৎ সিংহ "এক এক্কে এক দুই এক্কে দুই", সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের "পাষানের বুকে লিখনা আমার নামা, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কনক ঝনক বাজে, "কাল সারা রাত চোখে ঘুম ছিল না"। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুরাতনী গান। ভুপেন হাজারিকার "আমি এক যাযাবর"। অখিলবন্ধু ঘোষের "তোমার ভুবনে ফুলের মেলা। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের এ কোন সকাল রাতের থেকেও অন্ধকার, তোমার সঙ্গে দেখা না হলে। নির্মলা মিশ্রের " এমন একটা বিঝনুক খুজে পেলাম না। স্বপ্না চক্রবর্তীর "বড় লোকের বেটি লোক", রুনা লায়লার সাধের লাউ। বনশ্রী সেনগুপ্তের "আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম"। আরতি মুখোপাধ্যায়ের "জানি এ ভুল", "না বলে এসেছি। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সাতনরী হার দেব"। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যাযয়ের "বড়ো সাধ জাগে", আজকে তোমায় লাগছে কতো চেনা, হৈমন্তী শুক্লার "আমার বলার কিছু ছিলনা"। অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর "এত বড় আকাশটাকে ভরলে জোছনায়", আলপনা বন্দ্যোপাধ্যাযয়ের "ছোট্ট পাখি চন্দনা", উৎপলা সেনের ময়ূরপঙ্খী ভেসে যা, পিন্টু ভট্টাচার্যের "চলো না দীঘার সৈকত ছেড়ে। এছাড়া মিন্টু দাশগুপ্তর মতো আরও কিছু শিল্পীর প্যারোডি গান এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে উত্তম দাসের হাস্যকৌতুকও ছিল পুজোর অন্যতম আকর্ষণ।

গানের এমন সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডারের পরও হঠাৎ যেন পুজোর গান তার জৌলুস হারালো। এতদিনে মানুষের রুচি ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে গানের জগতে প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তন এসে গেল। রেকর্ড প্লেয়ার এল পি- ই পি থেকে ক্যাসেট হয়ে ডিস্ক এসে গেল। নতুন শিল্পীরা পুরনো দিনের জনপ্রিয় গান নতুন করে উপস্থাপন করলেন। ইন্দ্রনীল সেন দূরের বলাকা। শ্রীকান্ত আচার্য মনের জানালার গান আবার বেশ জনপ্রিয় হল। সুমন চট্টোপাধ্যায় গানের নতুন ধারা নিয়ে এলেন, বেশ অতি আধুনিক । এ গানের পোশাকি নাম দেওয়া হল, জীবনমুখী গান। সুমন চট্টোপাধ্যায়ের 'তোমাকে চাই,' অঞ্জন দত্তের 'বলা বোস' এবং নচিকেতা চক্রবর্তী 'নীলাঞ্জনা নতুন প্রজন্মের মধ্যে একটা উন্মাদনা সৃষ্ট করল। কিন্তু এঁরা অতীতের শিল্পীদের মতো ধারাবাহিকতা রাখতে পারলেন না। তবে শেষ মনে রাখার মতো জনপ্রিয় পুজোর গান উপস্থাপন করলেন কুমার শানু। তাঁর 'প্রিয়তমা মনে রেখো' অ্যালবামে। পুজোর গানের আকর্ষণে মুম্বাইয়ের শিল্পীরাও নিয়মিত পুজোর গান গেয়েছেন। রাহুল দেব বর্মন মানেই সময়ের থেকে এগিয়ে চলা সংগীত। পুজোয় রাহুল দেব বর্মর্ন গাইলেন, মনে পড়ে রুবি রায়, যেতে যেতে পথে হল দেরি, তুমি কত যে দুরে, কিশোর কুমার 'একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে দিয়ে তাঁর পুজোর গানের জয়যাত্রা শুরু করলেন। এরপর নয়ন সরসী কেন, আমার পুজার ফুল, আমি নেই আমি নেই এর মতো অসংখ্য গান গেয়েছেন। লতা মঙ্গেশকর 'না যেও না', 'সাত ভাই চম্পা, 'আকাশ প্রদীপ জ্বেলে যাবার বেলায় পিছু থেকে জাক দিয়ে। আশা ভোঁসলে গাইলেন যেতে দাও আমায় ডেকো না, আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম, যে গান তোমার আমি, কিনে দে রেশমী চুড়ি'র মতো আরও বহু জনপ্রিয় গান। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

# মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত কোথায়

কাজী আকাশ

রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়নি, এমন মানুষ খুঁজে পেতে রীতিমতো গবেষণা করতে হবে। আকাশের সৌন্দর্য্য দেখতে কবি কিংবা বিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকালেই এ সৌন্দর্য্য দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করছে। কিন্তু মানবজাতি মহাশূন্যের যে রূপ দেখে পুলকিত হয়েছে, তার শেষ কোথায়? কত বড় এই মহাবিশ্ব? খালি চোখে দেখা তারাগুলোই-বা কত দূরে? এসব রহস্য উন্মোচনের আগে একটু পৃথিবী থেকে ঘুরে যাওয়া যাক। ধরুন, আপনি কক্সবাজার যাবেন। গুগল ম্যাপ অনুসারে প্রায় ৪০০ কিলোমিটারের পথ। এবার আপনি দেশের বাইরে যাবেন। ধরি, নেপাল যাচ্ছেন। দূরত্ব প্রায় ৯০০ কিলোমিটার। আরও দূরে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। দূরত্ব প্রায় ১৩ হাজার কিলোমিটার। বুঝতেই পারছেন, ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়ছে। গুগলের তথ্যমতে, বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী দেশ পেরু, দূরত্ব প্রায় ১৮ হাজার কিলোমিটার। এবারে রাস্তার হিসেব বাদ দিয়ে একটু ওপরে ওঠা যাক।

আবার ওই পাটিগণিতের 'ধরি' শব্দটা ব্যবহার করি। ধরুন, পৃথিবীর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কেন্দ্র বরাবর একটা গর্ত করবেন, যাতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের যাওয়া যায়। যদিও পৃথিবী বা বৃত্তের কোনো ওপর-নিচ হয় না। কিন্তু ওই যে গণিতের ধরি শব্দটা যে আমাদের সঙ্গে আছে। এভাবে গর্ত করলে দূরত্ব হবে প্রায় ১২ হাজার ৭৫৬ কিলোমিটার। কিন্তু আপনি যদি 'ধরি' শব্দটা পছন্দ না করেন, তাহলে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু বরাবর মাপতে পারেন। না, কষ্ট করে আর মাপতে হবে না। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা তা মেপেছেন। প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার। এই হচ্ছে পৃথিবীর ভেতর-বাইরের হিসাব। এখন পৃথিবীর বাইরে যাওয়া যাক ধীরে ধীরে। দেখি, মহাবিশ্বটা আসলে কত বড়! চাঁদের পরে আমরা এখন যেতে চাই সূর্যে। আবার পাটিগণিতের সেই 'ধরি' শব্দটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। ধরুন, সূর্য্যপৃষ্ঠে গেলে আমাদের কিছুই হবে না। ম্যান অব স্টিল! সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে। চাঁদ থেকে সূর্য্য যতটা দূরে, তার থেকেও প্রায় ৪০০ গুণ বেশি দূরত্ব।

পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত একটা রাস্তা কল্পনা করুন। সেই রাস্তায় ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে চলছে একটা গাড়ি। সেখানে পৌঁছাতে আমাদের সময় লাগবে ১৭০ বছর মহাবিশ্বে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের আত্মীয় চাঁদ। তাই পৃথিবীর পরেই আমরা চাঁদে যেতে চাই। আগেও পৃথিবী থেকে ১২ নভোচারী চাঁদে গিয়েছেন। তাই আমাদের যেতে কোনো সমস্যা নেই। পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার। পরপর ৩০টা পৃথিবী পাশাপাশি বসিয়ে রাখলে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের সমান হবে। আপনি যদি পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত একটা রাস্তা বানান এবং সেই রাস্তা ধরে ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে একটা গাড়িয়ে চালিয়ে চাঁদে যেতে চান, তাহলে সময় লাগবে টানা ১৬০ দিন। এটাই আমাদের সবচেয়ে কাছের বস্তু। তবে প্রথম যে দুই নভোচারী চাঁদে পা রেখেছিলেনীল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন, তাঁদের কিন্তু এত সময় লাগেনি। রকেটে করে মাত্র ৩ দিনে পৌঁছে গেছেন চাঁদের পৃষ্ঠে। সেটাও সেই ১৯৬৯ সালে।

চাঁদের পরে আমরা এখন যেতে চাই সূর্যে। আবার পাটিগণিতের সেই 'ধরি' শব্দটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। ধরুন, সূর্যপৃষ্ঠে গেলে আমাদের কিছুই হবে না। ম্যান অব স্টিল! সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে। চাঁদ থেকে সূর্য যতটা দূরে, তার থেকেও প্রায় ৪০০ গুণ বেশি দূরত্ব। এই দূরত্বকে বলে ১ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট। বাংলায় আমরা একে বলতে পারি সৌরজাগতিক একক। ধীরে ধীরে আমরা এত দূরে চলে যাব যে কিলোমিটার দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তাই বড় দূরত্ব পরিমাপের জন্য আমরা ভবিষ্যতে এই অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা সৌরজাগতিক একক ব্যবহার করব। কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্যের এই দূরত্ব কত বেশি? আবার পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত একটা রাস্তা কল্পনা করুন। সেই রাস্তায় ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে চলছে একটা গাড়ি। সেখানে পৌঁছাতে আমাদের সময় লাগবে ১৭০ বছর। এত সময় আমাদের হাতে নেই। তাই আরেকটু দ্রুতবাহী যান কল্পনা করি। যদি কোনো বাণিজ্যিক জেটে করে সূর্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিই, যার বেগ ঘন্টায় ৯০০ কিলোমিটার, তাহলে সূর্যে পৌঁছাতে লাগবে ১৭ বছর। আরও দ্রুত যেতে চাইলে আলোর বেগ চলে এমন কোনো নভোযান কল্পনা করুন, যদিও বাস্তবে তা অসম্ভব। তবু আমরা কল্পনা করতে চাই। সেই কল্পিত নভোযানে চড়ে চাঁদে যেতে লাগবে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। আলো সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার বেগে চলে। তাই এই বেগে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড।

বামন গ্রহ প্লুটো প্রায় একই দূরত্বে অবস্থিত। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার 'দ্য নিউ হরাইজনস স্পেসক্রাফটের প্লুটোতে পৌঁছাতে সময় লেগেছে প্রায় ৯ বছর। নভোযানটির গতি ছিল ঘন্টায় ৫০ হাজার কিলোমিটার।

পৃথিবী থেকে প্রায় ১৬২ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরে চলে গেছি আমাদের এর পরের গন্তব্য মঙ্গল গ্রহ। এখনো কোনো মানুষ এ গ্রহে পৌঁছাতে না পারলেও অনেক দেশ রোভার পাঠিয়েছে গবেষণার জন্য। মানুষের যাওয়ার তোড়জোড়ও চলছে। যাই হোক, পৃথিবী থেকে মঙ্গলের গড় দূরত্ব প্রায় ২২৫ মিলিয়ন কিলোমিটার। তবে মঙ্গল যখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ দূরে থাকে তখন দূরত্ব হয় প্রায় ৪০১ মিলিয়ন কিলোমিটার। বাণিজ্যিক জেটটিতে করে মঙ্গলে যেতে লাগবে প্রায় ৫০ বছর। নাসার তথ্যমতে, কোনো নভোযান ৩৯ হাজার ৬০০ কিলোমিটার বেগে ছুটলে লাল গ্রহটিতে পৌঁছাতে লাগবে টানা ৩ মাস। নীল আর্মস্ট্রং পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দূরত্বে ছিল, মঙ্গলে পৌঁছাতে হলে সেই দূরত্ব হবে ৯৮৬ গুণ। আপনি আলোর বেগে পৃথিবী থেকে কোনো বার্তা মঙ্গলে পাঠাতে চাইলে লাগবে ২০ মিনিট। যেখানে সূর্য্যে লাগে প্রায় ৮ মিনিট।

এভাবে চলতে চলতে আমরা যদি সৌরজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ নেপচুনে যেতে চাই, তাহলে ৪.৫ বিলিয়ন বা ৪৫০ কোটি কিলোমিটার, মানে ৩০ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট পথ পাড়ি দিতে হবে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় ৩০ গুণ। সূর্যের আলো নেপচুনে গিয়ে পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় ৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

বামন গ্রহ প্লুটো প্রায় একই দূরত্বে অবস্থিত। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার 'দ্য নিউ হরাইজনস স্পেসক্রাফটের প্লুটোতে পৌঁছাতে সময় লেগেছে প্রায় ৯ বছর। নভোযানটির গতি ছিল ঘন্টায় ৫০ হাজার কিলোমিটার।

এবার আমরা যেতে চাই সৌরজগতের বাইরে। সরাসরি উঠে বসতে চাই ভয়েজার ১ স্পেস প্রোবে। ১৯৭৭ সালে পৃথিবী থেকে এর যাত্রা শুরু হয়েছে। একটু একটু যেতে যেতে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে গেছে। আমরা ভয়েজার ১-এ চড়ে বসলে দেখতাম, পৃথিবী থেকে প্রায় ১৬২ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরে চলে গেছি। এটাই পৃথিবী থেকে পাঠানো কোনো বস্তুর সর্বোচ্চ দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার রেকর্ড। এখনো সেকেন্ডে ১৭ কিলোমিটার বেগে চলছে প্রোবটি। তবে আমরা এখন এটি থেকে নেমে যেতে চাই। ওই বেগে চললে মহাবিশ্বের শেষ দেখা যাবে না। আমাদের যাত্রা এখনো অব্যাহত রাখলে এরপর দেখা পাবো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির। এর ব্যাস ১ লাখ আলোকবর্ষ। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে ১০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে। গ্রহ

# ২৩.৫০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ/চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী, আটক ২৮৩ জন সরবরাহকারী

মালিগাঁও, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: ট্রেনে নিষিদ্ধ/চোরাই সামগ্রী বহন করার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২০২৪-এর ১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ২৬.৪৮ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে। এই সময়সীমার মধ্যে আরপিএফ নিষিদ্ধ/চোরাই সামগ্রী বহন করার কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে নয় জন ব্যক্তিকে আটকও করে। ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় লামডিঙের আরপিএফ ও জিআরপি যৌথভাবে লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ০১৬৬৬ (আগরতলা-রানি কমলাপতি) স্পেশালে তল্লাশি চালানোর সময় তারা ৩.৯৪ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের ১৯.৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ১.৮১ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের ১৮.১০ কেজি গাঁজা সহ চার জন ব্যক্তিকে আটক করে।

পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিকে দব. ওসি/জিআরপি/লামডিঙের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এন. এফ. রেলওয়ের আরপিএফ ২০২৪-এর জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ২৩.৫০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ/চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করে। এই সময়ে নিষিদ্ধ/চোরাই সামগ্রী অবৈধভাবে বহন করার জন্য ২৮৩ জন সরবরাহকারীকেও আটক করেছে আরপিএফ।

# সংযোগ ছিন্ন করতে চাইলে ডিভিসি সানন্দে সদর দফতর সরিয়ে দেবে, মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ডিভিসি-র সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে চাইলে ডিভিসি সানন্দে সদর দফতর ধানবাদে সরিয়ে দেবে বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু শনিবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর এমন বেহায়াপনার কথা শুনেছেন কখনও? দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) পরিচালিত মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ থেকে ক্রমাগত জল ছাড়ার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঝাড়খণ্ড থেকে ট্রাকের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছিল। জল ছাড়ার ফলে নাকি পশ্চিম বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে বন্যা দেখা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, ঝাড়খণ্ড-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের কাছে ২ নম্বর এবং ৪ নম্বর জাতীয় সড়কে হাজার হাজার ট্রাক আটকে পড়ে। বাংলায় 'মানবসৃষ্ট' বন্যা করার জন্য ডিভিসিকে অভিযুক্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্পোরেশনের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকি দিয়েছেন। ডিভিসি আংশিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন। আমি জানি না কীভাবে এই সংযোগ ছিন্ন করা যায়, তবে প্রয়োজনে ডিভিসি আনন্দের সাথে তার সদর দফতরকে ধানবাদে সরিয়ে দেবে।''

# 'ম্যান মেড' তত্ত্ব খারিজ করলেন ডিভিসি-র প্রাক্তন আধিকারিক

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বন্যার 'ম্যান মেড' তত্ত্ব খারিজ করে দিলেন ডিভিসি-র প্রাক্তন আধিকারিক পার্থসারথী সেনগুপ্ত। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী পার্থসারথীবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ''ম্যান মেড বন্যা বলাটা খুব সহজ। জল না ছাড়লে, বাঁধ ভেঙে যাবে,তাতে বর্ধমান শহর উড়ে যাবে। কলকাতায় ও জল ঢুকে যাবে। এবার ভাবুন মাইথন পানচেত ড্যাম না থাকলে কি অবস্থা হতো। নিম্ন দামোদর ডিসিলট করার দায়িত্ব পশ্চিম বাংলার সেচ বিভাগের। এর জন্য এরা বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ পায় কিন্তু কোন কাজ করেনা।

ড্যাম গুলো ডিসিল্ট করার কথা বলা হয়েছে। আপনারা কি জানেন যে ড্যাম এর সেচ খাল দিয়ে যে জল যায় তা দিয়ে বর্ধমান জেলায় বিপুল ধান চাষ হয়।যদি শুখা মরশুমে কম জল রাখা হতো তাহলে চাষের জন্য উপযোগী জল পাওয়া যেত না। সবশেষে বলি যে কমিটি জল ছাড়ার অনুমতি দেয় তাতে পশ্চিম বাংলা, সেন্ট্রাল ও ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধি থাকে। ডিসিসি একার কোনও ক্ষমতা নেই জল ছাড়ার।'

প্রসঙ্গত, বন্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে শুক্রবারই চিঠি পাঠিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ''আমি এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এটা ম্যান মেড বন্যা। যদি সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করা হত তবে এই ম্যান মেড পরিস্থিতি কমানো সম্ভব হত।''

## তলব পেয়ে সিজিওতে হাজিরা দিলেন ডাঃ বিরূপাক্ষ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের মামলায় এ বার চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে তলব করল সিবিআই। শনিবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন তিনি।

আর জি কর হাসপাতালের সেমিনার রুমে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের দিন ঘটনাস্থলে ছিলেন বিরূপাক্ষ। ভাইরাল ভিডিওতেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল বলে অনেকের দাবি। অন্য কলেজের চিকিৎসক হলেও কেন এসেছিলেন আর জি কর হাসপাতালে? জানতে চায় সিবিআই। যদিও, বিরূপাক্ষ দাবি করেন, ওই দিন আর জি কর মেডিকালে গেলেও তিনি সেমিনার হলে যাননি। চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে সাসপেন্ড করেছে স্বাস্থ্য ভবন ও রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল।

প্রসঙ্গত, সিজিও কমপ্লেক্স থেকেই আর জি কর-কাণ্ডের তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। তিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হেফাজতেই রয়েছেন। সন্দীপের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত বিরূপাক্ষ।

## জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিবাদের ভাষায় আলকাতরার ছোপ

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জুনিয়র চিকিৎসক আন্দোলনকারীদের লেখা স্লোগান ফুটপাথে-রাস্তা থেকে মুছে দিতে দেওয়া হল আলকাতরার ছোপ। স্বাস্থ্য ভবনের সামনে রাস্তায় যেখানে লেখা ছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'-এর মতো একাধিক স্লোগান, সেই প্রতিবাদের ভাষায় শনিবার থেকেই পড়ল আলকাতরা। স্বাস্থ্যভবনের দেওয়ালও নতুনভাবে রঙ করা হয়েছে। এছাড়াও গোটা রাস্তায় যেখানে যেখানে স্লোগান ছিল সেখানেই কালো এই রঙ দিয়ে মুছে দেওয়া হল আন্দোলনকারী জুনিয়র

# ধিং দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলা : গ্রেফতার ইসরাফিল ও ফুজাইল, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি স্থানীয়দের

নগাঁও (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিঙে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় দুই ফেরার আসামী যথাক্রমে ইসরাফিল হুসেন এবং ফুজাইল আহমেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধিং থানায় উভয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিকে ফুজাইল এবং ইসরাফিলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষতার ন্যায়বিচার দিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত নিশ্চিত করছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২২ আগস্ট বিকালের দিকে ধিঙের বাসিন্দা দশম শ্রেণির এক ছাত্রী প্রাইভেট টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিন বাইক-আরোহী তাকে অপহরণ করে নির্জন জঙ্গলে নিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। এর পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মেয়েটিকে রাস্তার পাশে জঙ্গলে ফেলে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে খুঁজে উদ্ধার করে প্রথমে ধিং এফআরইউতে নিয়ে যান। সেখানে তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে ডাক্তাররা রেফার করেন নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী সিভিল হাসপাতালে।

ঘটনার পর গোটা নগাঁও জেলা সহ রাজ্যজুড়ে নাবালিকা-ধর্ষকদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ওঠে। সৃষ্টি হয় তীব্র প্রতিক্রিয়ার। ইত্যবসরে ঘটনার পরের দিন দুপুরের দিকে পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে দলবদ্ধধর্ষণ মামলার তিন আসামীর মধ্যে তফাজ্জুল ইসলামকে গ্রেফতার করে।

এর পর ধৃত তফাজ্জুলকে গ্রেফতারের পর তদন্তের স্বার্থে ২৪ আগস্ট ভোররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডের সংগঠিত স্থানে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। সেদিন ভোররাত প্রায় চারটা। তখন সে পুলিশের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে রাস্তার পার্শ্ববর্তী কানায় কানায় ভরতি একটি জলাশয়ে ঝাঁপ দেয়। বহুক্ষণ তাকে খুঁজে না পেয়ে ডেকে পাঠানো হয় এসডিআরএফ-কে। প্রায় দু-ঘণ্টা তালাশি অভিযান চালিয়ে তফাজ্জুল ইসলামের মৃতদেহ উদ্ধার করে এসডিআরএফ।

## ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানায় উঠল নিয়ন্ত্রণ, পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল শুরু

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উঠে গেল নিয়ন্ত্রণ, পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমানা দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হল। শুক্রবার সন্ধ্যায় পণ্যবাহী যান চলাচলের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে স্বস্তি পেলেন দূরদূরান্ত থেকে পণ্য নিয়ে আসা ট্রাক চালকরা।দক্ষিণবঙ্গের বানভাসি এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছিলেন, জাতীয় সড়ক দিয়ে জল ঢুকছে। তাই তিন দিন ঝাড়খণ্ড সীমানা বন্ধ থাকবে। এরপরই বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাতে সমস্যায় পড়েছিলেন বহু ট্রাক চালকরা। অবশেষে নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন।

## স্মরণে নবাব পাতৌদি

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামীকাল ২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক নবাব মনসুর আলি খান পাতৌদির মৃত্যুদিন। বেঁচে থাকলে ৮৩-তম জন্মদিন পালন করতেন নবাব।

ছয়ের দশকে তার হাত ধরেই ভারতীয় ক্রিকেটে এসেছিল জোয়ার। মাত্র ২১ বছর বয়সেই ভারতীয় দলের গুরুদায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন কাঁধে।

ভারতের হয়ে ১৯৬১-১৯৭৫ এই ১৪ বছরে মোট ৪৬ টি টেস্ট ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। যার মধ্যে ৪০ ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের নবাব। ভারতের ক্রিকেটে তার অভিষেক (১৯৬১) বছরেই এক দুর্ঘটনায় তিনি চোখ হারান। দুর্ঘটনার পর অনেকেই ভেবেছিলেন তার আর ক্রিকেটে ফেরা হবে না।কিন্তু দুর্ঘটনার কিছুদিন পর মাঠে ফিরে ছিলেন নবাব গর্জনের সঙ্গেই। তিনি বাইশ গজে ফিরে নিজেকে প্রমান করে দেন তিনি টাইগার।

১৯৬৯ সালে তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরকে বিয়ে করেন। তাদের ছেলে সাইফ আলি খান এবং মেয়ে সোহা আলী খান দুজনেই হিন্দি সিনেমাতে অভিনয় করেন।

ফুসফুসের সংক্রমনের কারণে দিল্লির একটি হাসপাতালে ভারতের এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।


**আই টি আই বিশ্রামগঞ্জ শূন্য আসন Walk-in-Admission এর বিজ্ঞপ্তি**

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ আই টি আই বিশ্রামগঞ্জে ২০২৪ - ২০২৫ ও ২০২৪ - ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে এখনও নিম্নে উল্লেখিত ট্রেডে কিছু শূন্য আসন রয়েছে।

| Sl No | Name of the Trade (Course Duration) | No. of Vacant Seat UR | SC | ST | Total | Minimum Educational Qualification | Date of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draughtsman Civil (NSQF) (2 Year) | 2 | 0 | 10 | 12 | Madhyamik Pass | 25-09-2024 |
| 2 | Electronics Mechanic (NSQF) (2 Year) | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 3 | Information and Communication Technology System Management (ICTSM) (NSQF) (2 Year) | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| 4 | Pump Operator-Cum-Mechanic (NSQF) (1 Year) | 0 | 1 | 2 | 3 | | |
| 5 | Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF) (1 Year) | 1- Ex-Serviceman | 0 | 1 | 2 | | |
| 6 | Dress Making (NSQF) (1 Year) | 12 | 7 | 12 | 31 | Eight Passed | |

- উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ২৫/০৯/২০২৪ তারিখে **Walk-in-Admission (First come first serve basis)** প্রক্রিয়ায় নিম্নে দেওয়া সময় সূচি অনুযায়ী ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।
  **আবেদনপত্র জমা ও ভর্তি - সকাল ১১ :০০ ঘটিকা থেকে বেলা ৪ :০০ ঘটিকা পর্যন্ত।**
- ইচ্ছুক প্রার্থীরা আই.টি.আই. বিশ্রামগঞ্জে শিক্ষাগত যোগ্যতার Original Madhyamik Marksheet, Admit, PRTC/Citizenship Certificate, Cast Certificate, Aadhaar, Bank Passbook, Ration Card, PH/Ex-Serviceman Document, Passport Size Photo- 02 কপি ও নগদ 1000.00 টাকা Caution Money (ফেরতযোগ্য) সহ উক্ত নির্দিষ্ট তারিখে ভর্তি হতে পারবেন।

স্বাঃ অস্পষ্ট
অধ্যক্ষ
আই টি আই বিশ্রামগঞ্জ।

ICA/D-923/24



**WALK-IN-INTERVIEW**

Applications are invited in plane paper for Walk-In-Interview for the engagement ofGuest/Visiting Lecturers in the following subjects:
1)Political Science, 2) Education, 3) History, 4)English, 5) Bengali, 6) Kokborok, 7)Physical Education, 8) Philosophy, 9) Information Technology (IT), 10) Mushroom Cultivation.
The Candidates willing to attend the said Walk-In-Interview are requested to bring theirOriginal Certificates and submit photocopies of the same on 30" September, 2024 at the office ofthe Principal-In-Charge, Govt. Degree College, Gandacherra, Gonda-Twisa, Dhalai Tripura at at AM. 3 Qualifications& terms and conditions 1. At least 55% marks in M.A/M.Tech(CSE/ IT) M.Sc Agri./M.Sc Botany (50% in case of SC/ST/PH). 2. Priority to be given to NET/SLET/SET/Ph.D Degree Holder. 3. Allotment of Classes and Payment of the honorarium will be made as per Guidelines/Norms of the State Government.
4. All the appointment are on temporary basis.
Rs. 500/- (Five Hundred) only will be provided as honorarium for each class.
6. The engagement will be up to 30!" November, 2024.
N.B.: - No provision for TA/DA.

ICA/D-934/24

**(Dr. Srimanta Ray)**
**Principal-in-charge**
**Govt. Degree College, Gandachara**
**Ganda-Twisa,Dhalai, Tripura**



The Executive Engineer, Engineering Cell, SamagraShikshaAbhiyan, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online perceftage/ item rate e- tender from the eligible Central &State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CEWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 03/10/2024 for the following work:~

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd Call Construction of 42 nos Handrail under Teliamura, Kalyanpur and Mungiakami Block, Khowai District of Samagra Shiksha for the year 2023-2024 DNIeT No: 105/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24 PNIeT No: 36/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 | Rs.7,98,000.00 | Rs. 15,960.00 | 60 days | Up to 3PM 03/10/2024 | 04/10/2024 Hrs on 11.00 AM | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |
| 2 | 2nd Call Construction of 21 nos Ramp and Handrail under Teliamura and Kalyanpur Block, Khowai District under Elementary Head of Samagra Shiksha for the year 2023-2024 DNIeT No: 103/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24 PNIeT No: 37/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 | Rs.13,02,000.00 | Rs. 26,040.00 | 120 days | Up to 3PM 03/10/2024 | 04/10/2024 Hrs on 11.00 AM | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https:// tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C-1735/24

**Executive Engineer**
**Samagra Shiksha, Tkipura.**



**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE/SNM/PWD/2024-25, Dt: 19/09/2024.**

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B). Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 27/09/ 2024 for the following work:

| Sl. No | Name of work (DNIeT No) | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,19,377.68 | Rs. 48,388.00 | 30 Days |
| 2 | 81/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,20,900.97 | Rs. 48,418.00 | 30 Days |
| 3 | 82/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,19,561.38 | Rs. 48,391.00 | 30 Days |
| 4 | 83/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,26,776.67 | Rs. 48,536.00 | 30 Days |
| 5 | 84/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 23,92,975.00 | Rs. 47,860.00 | 30 Days |
| 6 | 85/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,26,660.00 | Rs. 48,533.00 | 30 Days |
| 7 | 86/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,23,573.00 | Rs. 48,471.00 | 30 Days |
| 8 | 87/EE/SNM/PWD /2024- 25 | Rs. 24,23,200.81 | Rs. 48,464.00 | 30 Days |
| 9 | 88/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 22,46,937.56 | Rs. 44,939.00 | 30 Days |
| 10 | 89/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,25,466.00 | Rs. 48,509.00 | 30 Days |
| 11 | 90/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,25,896.00 | Rs. 48,518.00 | 30 Days |
| 12 | 91/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,26,733.00 | Rs. 48,535.00 | 30 Days |
| 13 | 92/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,25,797.00 | Rs. 48,516.00 | 30 Days |
| 14 | 93/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,25,181.00 | Rs. 48,504.00 | 30 Days |
| 15 | 94/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,25,559.00 | Rs. 48,511.00 | 30 Days |
| 16 | 95/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,26,703.00 | Rs. 48,534.00 | 30 Days |
| 17 | 96/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,26,789.00 | Rs. 48,536.00 | 30 Days |
| 18 | 97/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,26,658.00 | Rs. 48,533.00 | 30 Days |
| 19 | 98/EE/SNM/PWD /2024-25 | Rs. 24,26,056.00 | Rs. 48,521.00 | 30 Days |

For more tender details please visit the websites: ups: vipuratenders.gov.in
ICA/C-1731/24

**(Er, Dhananjoy Deégbarma)**
**Executive Engineer**
**Sonamura Division, PWD(R&B)**
**Sonamura, Sepahijala, Tripura**



**AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION**

**O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)**
**DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)**
**NOTICE INVITING TENDER NO 32 (2024-25)**

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation from the re-sourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD/ Railway / Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

| Sl. No | Name of Work. | Estimated cost Earnest Money | Time for comple-tion | Last Date of selling Last Date of receivin (up to 3.00 PM) |
|---|---|---|---|---|
| A | "Providing Supply and Installation of LED rope light including all accessories and circuit wiring along with panel for beautification of Agartala City from the house of Parimal Banik to Rail Bridge via Amtali-Kyayerpur By-pass road, ward No- 44 under Agartala Municipal Corporation" | Rs. 2,87,653.00 Rs. 5,753.00 | 10(Ten) Days | 24-09-2024 27-09-2024 |

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10:00 A.M. to 5.00 P.M. up to 24-09-2024.

**Sd/- (Er. SUJAY CHAUDHURY)**
**Executive Engineer (Electrical Division)**
**Agartala Municipal Corporation**



**''PNIeT No : 56/EE/CCD/PWD/2024-25,**
**Dated, 19-09-2024**

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Renovation of quarter No. VI/13 at Kunjaban Township Quarter Complex/ SH: Construction of a Two-Wheeler Stand in front of the Human Rights Commission Office of Tripura at Kunjaban Township Quarter Complex , Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No : 50/DNIT/EE/CCD/PWD/2024-25
Estimated Cost : Rs/-3,06,675.00 Earnest Money : %6,134.00 and Time for completion : 60 (Sixty) days
Last date & time for online Bidding : 08-10-2024 upto 3:00 PM
**ICA/C-1726/24**

**Executive Engineer**
**Capital Complex Division, PWD(Buildings)**
**Agartala, West Tripura.**



**No.535/TSR-6/Tender-1/QM/2024-25/ Dated, the September,2024.**
**CANCELLATION OF PRESS TENDER NOTICE**

It is notified that the Press Tender Notice vide No. 535/T 'SR-6/Tender-1/ QM/2024-25/10018 dated 11.09.2024 regarding inviting sealed tender for Construction of Jawan living barrack (size- 40°x20') full wall with brick pillar in/c 4' front Verandah with GCI sheet roofing, flooring PVC ceiling, etc. at 6th Bn TSR HQr. Ramchandraghat, Khowai is hereby cancelled due to technical
ICA/C-1721/24

**Comandent**
**6th Batalion TSR(IS-II)**

# হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

## ত্বকে লাবণ্য ফেরাবে কেশর দিয়ে

ত্বকে লাবণ্য ফেরাতে রূপচর্চা করছেন? তবে ত্বকের যত্নের পাশাপাশি চুমুক দিয়ে দেখতে পারেন জাফরান দুধেও। অনেকেরই ঘুমের আগে দুধ খাওয়ার অভ্যাস আছে। তবে সেই দুধে একটু কেশর বা জাফরান মিশিয়ে নিতে পারলে, শুধু শরীর ভাল থাকবে না, ত্বকেও লাবণ্য ফিরতে পারে।

দুধ সুষম খাদ্য হিসাবে বিবেচিত। এতে রয়েছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি৬। কেশর বা জাফরানেও রয়েছে ভিটামিন বি,পটাশিয়াম-সহ নানা খনিজ। তার জেরেই কেশর দুধে চুমুক দিলে ভাল থাকবে ত্বক।

কী কী উপকার? উজ্জ্বল ত্বক- কেশর বা জাফরানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা ত্বক উজ্জ্বল করতে ও লাবণ্য ফেরাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ত্বকের বলিরেখা দূর করতেও সাহায্য করে কেশর দুধ। নিয়মিত জাফরান দুধ খেলে ত্বকের কালচে ভাব দূর হয়ে, লাবণ্য ফিরবে।

ত্বককে আর্দ্র রাখে- কেশর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর। দুধে কেশর মিশিয়ে খেলে তা ত্বককে আর্দ্র রাখতে এবং ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

ব্রণের সমস্যা দূর করে- কেশরে রয়েছে অ্যান্টিব্যাক্টিরিয়াল উপাদান। যা ব্রণ ও ছোটখাটো সংক্রমণ দূরে রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে কেশর দুধ। কেশর দুধ খেলে শুধু ত্বক ভাল থাকে না, অনিদ্রা দূর করতেও এটি সহায়ক। বিপাকহার বৃদ্ধিতেও কেশর দুধ কার্যকর। তবে খাওয়ার পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও কেশর ব্যবহার করতে পারেন।

কী ভাবে মুখে লাগাবেন? ১. মুখ পরিষ্কার করে দুধে কেশর মিশিয়ে সেটি তুলো দিয়ে মুখে লাগিয়ে নিতে পারেন। এতে কালচে ভাব দূর হবে, ত্বক উজ্জ্বল হবে। ২. ১ চা চামচ অ্যালো ভেরার সঙ্গে সামান্য কেশর বা জাফরান মিশিয়ে নিতে পারেন। মিশ্রণটি পরিষ্কার মুখে ক্রিম হিসাবে মাখতে পারেন। আবার এটি দিয়ে মালিশও করতে পারেন মুখে। এতেও ত্বক আর্দ্র ও সুন্দর হবে। বলিরেখা দূর হবে।

## কাজের জন্য ৪৮ ঘণ্টা জেগে থাকেন কী কী ক্ষতি হচ্ছে শরীরের?

রাজকুমার রাও নাকি কখনও কখনও টানা ৪৮ ঘণ্টা জেগে থাকেন, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনই কথা ফাঁস করলেন তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী পত্রলেখা পাল। পত্রলেখা বলেন,'রাজকুমারের তাঁর কাজের প্রতি গভীর ভালবাসা ও নিষ্ঠা আছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত ও কাজ নিয়েই ভাবতে থাকে।

রাতে অনেক ক্ষণ জেগে থাকে, কখনও কখনও টানা ৪৮ ঘণ্টাও ঘুমায় না। আমি ওকে বলি, এই অভ্যাস কিন্তু শরীরের ক্ষতি করছে, তবে ও যেটা ভাবে সেটাই করে।

কেবল রাজকুমার রাও নন, কাজপাগল এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কাজের জন্য ঘুমের সঙ্গে আপস করেন। রোজ রোজ কম ঘুমোনোর অভ্যাসের কারণে প্রতি দিনের শুরুটা হচ্ছে ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে। ফলে সারা দিন শরীরে সেই ক্লান্তির ছাপ পড়ছে। তবে অনেকেই জানেন না, এই অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিতে দিতে আসলে আয়ুক্ষয় করছেন তাঁরা। ডেকে আনছেন মৃত্যুর শঙ্কা। জানেন কি, নিয়মিত কম ঘুম কতটা ক্ষতি করছে আপনার, ঠিক কী কী বিপদ অপেক্ষা করছে আপনার জন্য

রাতের ঘুম যেন অন্তত ৬ ঘণ্টার হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসক শুভম সাহা বলেন, এই একটি অভ্যাস শরীরে হাজার রোগ ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। শরীর চালনা করার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের দিনে ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম প্রয়োজন। এর চেয়ে কম ঘুমের কারণে শরীরে মেদের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। আর ওবেসিটির কারণে হানা দিতে পারে একাধিক অসুখ। ১. ঠিক মতো ঘুম না হলে আচমকাই বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপ। যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপজনিত কোনও অসুখ না থাকে, তা হলেও তা আচমকাই শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। আর যদি এই অসুখ আপনার আগে থেকেই থেকে থাকে, তা হলে আরও বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপের মাত্রা। ২. ঘুম ঠিক মতো না হলে বেড়ে যেতে পারে ওজনও। কেননা ঘুম না হলে খিদে বাড়ানোর হরমোনের মাত্রা শরীরে বেড়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের ফলে ওজনের কাঁটা চড়চড়িয়ে বাড়তে থাকে। কম ঘুমের কারণে হজমজনিত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। ৩. ঘুমের সময় কমে এলে তার চিহ্ন ফুটে ওঠে ত্বকে। মুখে গজায় অ্যাকনে। কারণ, ঘুম না হলে হরমোনের সমস্যা হতে থাকে। যার ফলে ত্বকের উপরে প্রভাব পড়া শুরু হয়। ৪. ঘুম কমে এলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে ঠান্ডা লাগা ও সর্দিজ্বরে কাবু হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। আর সেই সংক্রমণও সহজে সারে না। ৫. রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে কম ঘুমের কারণে। ঘুমের অভাবে হজমশক্তি কমে। তার প্রভাব পড়ে শরীরে ইনসুলিনের ভারসাম্যের উপরেও। তার জেরেই দেখা দেয় শর্করার মাত্রা ওঠানামার মাধ্যমে। ফলে ডায়াবিটিক রোগীদের জন্য ভাল ঘুম খুব জরুরি।

## ঠান্ডা জলে স্নান করলেই মেদ ঝরবে দ্রুত

অনেকেই আছেন, যাঁরা সারা বছর ধরে গরম জলে স্নান করেন। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ক্লান্তি কাটাতেও তাঁরা ভরসা রাখেন গরম জলের উপরেই। ইদানীং বরফজলে স্নান করার একটা প্রবণতা হয়েছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। সেই অভ্যাস কতটা স্বাস্থ্যকর? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায় সুনীল ছেত্রী বলেছেন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, তাঁর কিন্তু ঠান্ডা জলেই ভরসা। সুনীল বলেন, আমি সকালে ৬টার সময় ঘুম থেকে উঠি। তার পর এক গ্লাস গরম জল খেয়ে ঠান্ডা জলে স্নান সেরে নিই। সকলকে বলছি, এই কৌশলটি কিন্তু ভীষণ কাজের। দিল্লির কনকনে শীতের দিনেও আমি ঠান্ডা জলেই স্নান করি। জল যত ঠান্ডা হবে, উপকার তত বেশি। বিশ্বাস করুন, আপনি মরবেন না। এই নিয়ম মানলে আপনি সুস্থ থাকবেন, এমনকি এটি শরীরের ফ্যাট ঝরাতেও সাহায্য করে।

ঠান্ডা জলে স্নান করলে শরীরে কী কী উপকার হয়? ১) ঠান্ডা জলে স্নান করলে শরীর থেকে এক প্রকার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান নির্গত হয়। যার ফলে ঠান্ডা লাগা, সর্দিকাশির মতো সাধারণ সংক্রমক ব্যাধিগুলি ঠেকিয়ে রাখা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত ঠান্ডা জলে স্নান করেন, তাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ ভাল। ২) ঠান্ডা জলে স্নান করলে যে মনসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, তার কোনও বৈজ্ঞানিক কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। ঠান্ডা জলে স্নান করলে স্নায়ুর উপর এর প্রভাব পড়ে। মেজাজ ভাল করা হরমোন এন্ড্রোফিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এর ফলে অবসাদ, মনখারাপ কমে।

৩) শরীরে কোথাও চোট-আঘাত লাগলে বা রক্ত জমাট বেঁধে গেলে ঠান্ডা জল, বরফ দিতে বলা হয়। যাতে তাড়াতাড়ি রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। শরীরে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে ঠান্ডা জলে স্নান। ৪) ত্বকের পক্ষেও ভাল ঠান্ডা জল। গরম জলে অনেকেরই ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। যার জেরে গায়ে-হাতে প্রদাহের সমস্যা দেখা যায়। চুলকায়, জ্বালা করে। কিন্তু শীতল জলে স্নানে এই সমস্যা থাকে না। পাশাপাশি ঠান্ডা জল ত্বকের উন্মুক্ত রন্ধ্র বন্ধ বা ছোট করতেও সাহায্য করে। যার ফলে ত্বক অনেক বেশি কোমল হয়ে ওঠে। ৫) শরীরচর্চা করার পর পেশিতে ব্যথা হলে উষ্ণ জলে স্নান করতে বলেন প্রশিক্ষকেরা। কিন্তু পেশিতে যদি ক্ষত হয় বা আঘাত লাগে, সে ক্ষেত্রে আবার আরাম দেয় ঠান্ডা জল।

## কাঁচা ডিম খাওয়া ভাল না খারাপ?

কাঁচা ডিম খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর? শরীরচর্চা করেন এমন অনেকেই বলে থাকেন যে, রোজ কাঁচা ডিম খাওয়া নাকি ভাল। অনেকে খেয়েও থাকেন। ডিম এমনিতেই সুষম খাদ্য। একটি ডিম থেকে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন বি ১২, ভিটামিন এ, ডি প্রচুর পরিমাণে থাকে ডিমে। আর থাকে কোলিন।

লিভারের জন্য এই খনিজ খুব ভাল। ডিমের সাদা অংশ থেকে কুসুম ভিটামিন ও খনিজ উপাদানে ভরপুর। এখন কথা হল, সিদ্ধ ডিম খাওয়া তো পুষ্টিকর, কিন্তু কাঁচা ডিম? এই বিষয়ে চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেছিলেন, কাঁচা ডিম খাওয়া একেবারেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। চিকিৎসকের মত, ''কাঁচা ডিমে সালমোনেল্লার মতো ব্যাক্টেরিয়া জন্মায়। এই ব্যাক্টেরিয়া পেটে গেলেই বিষক্রিয়া হবে। আরও একটা ব্যাপার হল, ডিম কত দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়েছে, তা আপনার জানা নেই। ভিতরে ভিতরে পরজীবী বাসা বেঁধেছে কি না তা-ও অজানা। উচ্চ তাপমাত্রায় সিদ্ধ করার সময়ে সমস্ত ব্যাক্টেরিয়া-পরজীবী নষ্ট হয়ে যায়। তাই সিদ্ধ ডিম খেলে ভয় থাকে না। কিন্তু কাঁচা ডিম নৈব নৈব চ।''

রোজ কাঁচা ডিম খেলে ডায়ারিয়া হতে বাধ্য। তা ছাড়া পেটে সংক্রমণও হতে পারে। জ্বর, বমি, পেট ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেবে। শিশু, বয়স্ক ও গর্ভবতী মহিলাদের কাঁচা ডিম খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। যদি শরীরে বিভিন্ন রকম অসুখবিসুখ থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়, তা হলে কাঁচা ডিম খেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে।

কাঁচা ডিমে অ্যাভিডিন নামে এক রকম উপাদান থাকে, যা ভিটামিনের কার্যকারিতা নষ্ট করে। তাই কাঁচা ডিম খেলে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজগুলির কার্যক্ষমতা নষ্ট হতে পারে। ডিম অর্ধ সিদ্ধ করে খাওয়াও ঠিক নয়। সেখানেও সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়। তাই ডিম পুরো সিদ্ধ করে খাওয়াই ভাল। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দিনে এক থেকে দু'টি ডিম খেতে পারেন। তবে কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার সমস্যা থাকলে ডিমের পরিমাণ কমাতে হবে। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলাই শ্রেয়।

## পুজোর আগে স্বস্তি পেতে কি ভরসা হতে পারে পাতিলেবু?

অম্বল হল বাঙালির নিত্যদিনের সমস্যা। বাড়ির খাবার হোক কিংবা বাইরের, খাওয়ার পর চোঁয়া ঢেকুর, বুকজ্বালা হবেই। এমনিতে অতিরিক্ত তেলজাতীয়, বাইরের খাবার এই ধরনের শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। আর অম্বল হলেই মনে পড়ে অ্যান্টাসিডের কথা। ওষুধের গুণে খানিক ক্ষণেই শারীরিক অস্বস্তি দূর হয়ে যায়।

পরের দিন আবার একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। ঘন ঘন অ্যান্টাসিড খাওয়া যে শরীরের পক্ষে ভাল নয়, চিকিৎসকেরা তা বারংবারই বলে থাকেন। এতে হজমের ক্ষমতাও কমে যায়। তা হলে উপায়? সম্প্রতি শ্বেতাশাহ পঞ্চল নামে একজন চিকিৎসক অম্বলের ঘরোয়া দাওয়াই হিসাবে লেবুর কথা বলেছেন। অথচ লেবু গ্যাস-অম্বলের কারণ সেটাই মনে করেন বহুজনে। সেই সমস্যা এড়াতেই অনেকে লেবুজল খান না। সেই লেবু আবার অম্বলের দাওয়াই হতে পারে, অনেকের কাছেই সেটা অবিশ্বাস্য হতে পারে। চিকিৎসক শ্বেতা একটি ভিডিয়োয় জানিয়েছেন, অম্বলরে সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে লেবু। কারণ লেবু শরীরের পিএইচ ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এই পিএইচের মাত্রা যদি যথাযথ হয়, তা হলে অম্বলের মতো দৈনন্দিন সমস্যা সহজেই দূরে চলে যায়। অম্বলের জন্য লেবুকে দায়ী না করে বরং ভরসা রাখার কথা জানিয়েছেন পুষ্টিবিদ। লেবুর গুণাগুণ শেষ নয় এখানেই। লেবু আরও অনেক ভাবে উপকার করে।

১) লেবুতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ভিটামিন সি। এই উপাদান রোগের সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িতে তোলে। সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতেও লেবু সত্যিই উপকারী। ২) ওজন কমাতেও দারুণ সাহায্য করে লেবু। লেবুতে থাকা ফাইবার হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। তা ছাড়া ফাইবার দীর্ঘক্ষণ পেট ভর্তি রাখতে সাহায্য করে। ৩) ত্বকের যত্ন নিতেও লেবুর জুড়ি মেলা ভার। লেবুতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-এজিং উপাদান, যা ত্বক ভিতর থেকে টান টান রাখতে সাহায্য করে। অকালবার্ধক্যের ঝুঁকি কমাতেও লেবু কার্যকরী।

## ৪০-এর পর ওজন বাড়লে মুশকিল

বয়সের উপর নির্ভর করছে ওজন কমাতে কালঘাম ছুটবে না কি সহজেই রোগা হওয়া যাবে। পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, কমবয়সে ওজন কমানো যতটা সহজ হয়, বয়স খানিকটা বেড়ে গেলে তা খানিকটা কঠিন হয়ে যায়। কারণ শরীরের কার্যকলাপ একটা বয়সের পর থেকে আর অতি সক্রিয় থাকে না। ফলে বয়সের ৪০-এর কোঠা পেরোনোর পর যদি ওজন বাড়তে থাকে, সেটা বেশ চিন্তার বিষয়।

ওজনে যদি রাশ টানতে না পারেন, তা হলে নানা রোগবালাই জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। কোন নিয়মগুলি মেনে চললে চল্লিশের পর ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে না?

১) রোজ কিছু ক্ষণ হলেও হাঁটাচলা করুন। ব্যস্ততা আর কাজের চাপে নিয়মিত ব্যায়াম করার সময় পান না। তবে কিছু ক্ষণ হাঁটাচলা করলেও কিছুটা শরীরচর্চা হয়। আর যদি অল্প সময় হলেও শরীরচর্চা করতে পারেন, তা হলে তো খুবই ভাল। ২) রোজ সম্ভব না হলেও সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন ব্যায়াম করুন। তাতে শুধু ওজন কমবে না, সঙ্গে হজমশক্তি বাড়বে। সুস্থ থাকবে মন এবং শরীর। ৩)মিষ্টি খাওয়া কমাতে হবে। মিষ্টির প্রতি যতই ভালবাসা থাক, মিষ্টি বেশি খাওয়া যাবে না। ৪০-এর পরে ওজন বশে রাখতে মিষ্টিপ্রেমে রাশ টানতে হবে। আর মিষ্টি খেলেও নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ম মেনে খেতে হবে। ইচ্ছেমতো মিষ্টি খেয়ে নিলে চলবে না।

৪) সকালের দিকে ভারী খাবার খাওয়া জরুরি। অনেকেই সকালের খাবার খান না। কিংবা খেতে খেতে বেলা পার হয়ে যায়। তেমনটি করলে চলবে না। ঘড়ি ধরে খাবার খেতে পারলে আরও ভাল।

## পুজোর আগেই ঝকঝক করবে ঘরদোর সহজ কৌশল

ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কে না ভালবাসে। পুজোর সময়ে আরও বেশি করে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ঘরের প্রতিটি কোণা পরিষ্কার রাখা মুখের কথা নয়। যেমন ধরা যাক, দেওয়ালে কোনও কিছুর ছাপ লেগে গেল অথবা ফ্রেমে বাঁধানো নতুন ছবিটা লাগাতে গিয়ে দেওয়ালে ছিদ্র হয়ে গেল এমন সমস্যায় প্রায়ই হয়ে থাকে। তা ছাড়া আয়নায় জলের দাগ, বেসিনে হলদেটে ছোপ, জানলার কাচে ধুলো জমে যাওয়ার মতো সমস্যা থাকেই। তাই একটু নিয়ম মেনে চললে ঘর পরিচ্ছন্ন রাখা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ঘরের মেঝে রোজই পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু সোফার পিছন দিক অথবা খাটের নীচ দিনের পর দিন ব্রাত্যই থেকে যায়। তাই ওই জায়গাগুলিতে পুরু ধুলোর স্তর জমে যায়। এই ধরনের জায়গা পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে ভ্যাকুয়ম ক্লিনার দিয়ে আলগা ধুলো পরিষ্কার করে নিন। এ বার একটি বালতিতে জল নিয়ে তাতে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে ঘরের কোণাগুলি মুছে নিন। এর পর পরিষ্কার জলে ফিনাইল মিশিয়ে আরও একবার মুছতে হবে। তা হলেই চকচক করবে ঘর।

জানলার কাচে বা আয়নায় দাগ লেগে গেলে বা জলের ছাপ পড়লে, তা পরিষ্কার করার উপায় আছে। ভিনিগার ও জলের মিশ্রণ দিয়েই মুছতে পারেন কাচ। খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হবে। তার পর নরম সুতির কাপড় দিয়ে শুকনো করে মুছে নিতে হবে।

বাথরুমের বেসিনে সারা ক্ষণ জল পড়ে হলুদ দাগ হলে ভিনিগার বা অর্ধেক লেবু দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। বেসিনে যদি মরচের মতো দাগ পড়ে যায়, তা হলে লেবুর মধ্যে কিছুটা নুন দিয়ে ওই অংশ ভাল করে ঘষে নিন।

ঘরের যে বাহারি আলোগুলি আছে সেগুলিও নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। প্রতি দিন এক বার করে হালকা সুতির কাপড় দিয়ে ল্যাম্পশেডটি পরিষ্কার করুন। রাস্তার পাশে বাড়ি হলে ধুলো জমে যায় বেশি। তাই ল্যাম্পশেডের প্রতিটি কোণ ভাল করে মুছে নেওয়া জরুরি। বাহারি মোমদানি যদি থাকে, তা হলে একটু সতর্ক হয়ে পরিষ্কার করতে হবে। কাচের বাহারি জার বা পাত্র থেকে পুরনো মোম আগে ছুরি দিয়ে আলগা করুন। তার পর জারে গরম জল ঢেলে দিন। মোম গলে ভেসে উঠলে তা পরিষ্কার করে নতুন মোম ভরে রাখুন।

## টম্যাটোর ঘন মিষ্টি চাটনির স্বাদই যেন আলাদা

ডাল, ভাতের সঙ্গে টম্যাটোর একটু মিষ্টি চাটনি না হলে অনেকেরই খাওয়াটা ঠিক জমে না। বিশেষত বাঙালিদের। তেঁতুল, কামরাঙা, আমড়া, যত রকমেরই অম্বল বা চাটনি হোক না কেন, টম্যাটোর ঘন মিষ্টি চাটনির স্বাদই যেন আলাদা। কিন্তু শুধু কি ভাতের পাতেই এই চাটনি খাওয়া যায়? বাড়তি হয়ে গেলে আর কিসে তা ব্যবহার করতে পারেন?

পিৎজা-পিৎজার জন্য বিশেষ সসব্যবহার হয়। তবে হাতের কাছে যদি সেই সসনা থাকে, তা হলে টম্যাটোর চাটনিও ব্যবহার করতে পারেন। টক-মিষ্টি চাটনি পিৎজার স্বাদ খানিক অন্য রকম করে তুলবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে খেতে নেহাত মন্দ লাগবে না।

স্যান্ডউইচ- স্যান্ডউইচের ভিতরেও টম্যাটোর চাটনির প্রলেপ দিতে পারেন। এতে কিঞ্চিৎ স্বাদবদলও হবে। পছন্দের পুর ব্যবহার করার পাশাপাশি পাউরুটিতে চাটনি মাখিয়ে নিতে পারেন। কেউ কেউ স্যান্ডউইচে ধনেপাতার সবুজ ও ঝাল চাটনি দেন। কারও যদি মিষ্টি স্বাদ পছন্দ হয়, তিনি টম্যাটোর চাটনি দিতে পারেন।

শিঙাড়া- পকোড়া হোক বা শিঙাড়া টম্যাটোর চাটনিতে ডুবিয়ে মুখে পুরলেই স্বাদ বোঝা যাবে। সসনা থাকলে কিংবা স্বাদ বদলে ভাজাভুজির সঙ্গে চাটনিও রাখতে পারেন।

নাচোস- বেশ কয়েকটি নাচোসের উপর টম্যাটো চাটনি ছড়িয়ে উপর থেকে চিজ, বাদাম, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে দিলে, দারুণ স্বাদ আসবে। এ ভাবে নাচোস খেয়ে দেখতে পারেন।

রোল- এগরোল হোক বা ভেজ রোল, কিংবা রুটির মধ্যেও চাটনি মাখিয়ে রোল করে নিতে পারেন। সসের বদলে চাটনি দিলে খেতে বেশ অন্য রকম লাগবে। রুটির মধ্যে বেঁচে যাওয়া সব্জির পুর ভরে নিতে পারেন, তার সঙ্গে একটু চাটনি মাখিয়ে নিলে খেতে ভাল লাগবে।

## রোজের কোন পাঁচ অভ্যাসের কারণেই নষ্ট হচ্ছে চুল?

কেবল বর্ষায় নয়, সারা বছর ধরেই চুল পড়ার সমস্যা নিয়ে কমবেশি সকলেই নাজেহাল। অত্যধিক মানসিক চাপ, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস, রাসায়নিকের ব্যবহার ও দূষণের বাড়বাড়ন্তের জেরে চুলের ক্ষতি হচ্ছে। চুল পড়া কেবল নয়, অকালে চুল পড়ার সমস্যাতেও জেরবার অনেকে। একটি-দু''টি থেকে নিমেষেই গোটা মাথায় ঢেউখেলানো কালো চুল সাদা হয়ে যেতে শুরু করে। বাজারচলতি দামি প্রসাধনী লাগিয়ে, সময়ান্তরে রং করেও লাভ হয় না। এখন মনে হতেই পারে, চুলের জন্য এত রকম প্রসাধনী ব্যবহার করেও কেন লাভ হচ্ছে না? তা হলে কি যত্নে খামতি থাকছে? আসল ব্যাপার হল, চুলের যত্নে ঠিক যা যা করা দরকার, তা সঠিক ভাবে করেন না অনেকেই। রোজের কিছু অভ্যাসই কিন্তু চুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। কী কী সেই অভ্যাস জানেন?

ভিজে চুলে ঘুম? ভিজে চুলে ঘুমিয়ে পড়ার প্রবণতা অনেকেরই আছে। অনেকে আবার বেলায় স্নান করলেও সেই ভিজে চুলেই দিবানিদ্রা সারেন। অফিস বা কাজের জায়গা থেকে ফিরে সন্ধেয় স্নান করে ভিজে চুল ঘষে ঘষে মোছার অভ্যাসও আছে। এই সব অভ্যাসই চুলের দফারফা করছে। বাড়ির বড়দের বলতে শুনবেন, ভিজে চুলে না শুতে। কারণ ভিজে চুলে ঘুমোলে চুলে প্রচুর জট পড়ে, চুলে ঘাম জমে দুর্গন্ধও বার হয়। আর গোড়া তো নরম হয়ই।

স্নান করেই চুল বাঁধেন? তাড়াহুড়ো করে স্নান সেরেই ভেজা চুল কোনও রকমে বেঁধে অফিসমুখো হওয়ার অভ্যাস যদি থাকে, তা হলে চুল তো নষ্ট হবেই। ভিজে চুল ক্লিপ দিয়ে আটকালে অথবা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধলে, চুলের গোড়া আলগা হয়ে যায়। তা ছাড়া ভিজে চুল দীর্ঘ সময় বাঁধা থাকলে মাথার তালুতে ছত্রাকের সংক্রমণও হতে পারে।

চুল জোরে জোরে আঁচড়াবেন না অবাধ্য, রুক্ষ চুলে যদি চিরুনি চালাতে হয়, তা হলে ধীরে ধীরে আঁচড়ান। জট-সহ জোরে আঁচড়াতে গেলে আরও বেশি চুল ছিঁড়তে শুরু করে। আর ভিজে চুল হলে, ভুলে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে জট ছাড়াতে যাবেন না। তা হলে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল হাতে উঠে আসবে। খোলা হাওয়ায় চুল শুকিয়ে বড় দাঁতের চিরুনি দিয়ে একেবারে ডগা অর্থাৎ নীচ থেকে একটু একটু করে জট ছাড়াতে হবে।

কন্ডিশনার ব্যবহার করেন তো? চুল ভাল রাখতে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন শ্যাম্পু করা জরুরি। অনেকেই শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহার করতে ভুলে যান। ফলে চুলের স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার পরিবর্তে চুল পড়ার সমস্যা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তাই কন্ডিশনার ব্যবহার করা জরুরি। তবে তা করতে হবে নিয়ম মেনে। চুলের গোড়ায় কিংবা মাথার ত্বকে ভুলেও কন্ডিশনার ব্যবহার করবেন না।

# আয়ুষ্মান ভারত হল সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি: জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ড বর্তমান সরকারের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রধান সাফল্যগুলি নিয়ে শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলন করেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও গণপতরাও যাদব এবং অনুপ্রিয়া সিং প্যাটেলও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, গত ১০০ দিনে বিভিন্ন মন্ত্রক মিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বেশ কয়েকটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত ১০০ দিনে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পে অর্জিত কিছু সাফল্য নিম্নরূপঃ

আয়ুষ্মান ভারত পিএম-জেএওয়াইঃ

শ্রী নাড্ডা বলেন, আয়ুষ্মান ভারত পিএমজেএওয়াই প্রকল্পকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যম এখন এর অন্তর্ভুক্ত হবেন এখন উপার্জন নির্বিশেষে ৭০ বছর ও তদূর্ধ প্রবীণ নাগরিকরও, এর ফলে ৪.৫ কোটি পরিবারের প্রায় ৬ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। শ্রী নাড্ডা জানান, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির এই বর্ধিত প্রকল্প চলতি বছরের অক্টোবর থেকে বাস্তবায়িত হবে।

ইউ-উইন পোর্টালঃ

জে পি নাড্ডা জানান, ইউ-উইন পোর্টাল তৈরী করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি, যার মধ্য দিয়ে সার্বজনীন টিকাদান কর্মসূচির আওতায় জন্ম থেকে ১৭ বছর বয়সী বাচ্চা ও গর্ভবতী মহিলাদের সম্পূর্ণ টিকাদান পরিষেবাগুলির রেকর্ড সম্পূর্ণ ডিজিট্যাল উপায়ে রাখা করা হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে ইউ-উইন ওয়েব-পোর্টাল বা ইউ-উইন নাগরিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার মাধ্যমে ''যে কোনও সময় অ্যাক্সেস'' এবং ''যে কোনও জায়গায়'' টিকা পরিষেবা, নাগরিকদের দ্বারা স্ব-নিবন্ধন, স্বয়ংক্রিয় এসএমএস সতর্কতা, সার্বজনীন কিউআর-ভিত্তিক ই-টিকা শংসাপত্র এবং নিজের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট (আভা) আইডি এবং বাচ্চাদের জন্য চাইল্ড আভা পরিচয়পত্র তৈরি করার সুবিধা। এই পোর্টালের সুবিধা নেওয়া যাবে হিন্দি সহ ১১টি আঞ্চলিক ভাষায়।

তিনি বলেন, ''সার্বজনীন টিকাদান কর্মসূচির আওতায় গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের জন্ম থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ টিকাদান রেকর্ডের জন্য টিকাদান পরিষেবাগুলির সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশনের জন্য ইউ-উইন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। ২০২৪-এর ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬.৪৬ কোটি সুবিধাভোগী এই পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছে, ১.০৪ কোটি টিকাকরণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৩.০৬ কোটি টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে।

নতুন যক্ষ্মা চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মেড-ইন-ইন্ডিয়া যক্ষ্মা নির্ণয়ঃ

জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির (এনটিইপি) অধীনে এখন স্বল্পমেয়াদী এবং অধিকতর কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি এখন হাতের কাছে এসে গিয়েছে, এর মাধ্যমে যক্ষ্মা রজার চিকিৎসার সময়কাল ৯-১২ মাস থেকে কমিয়ে ৬ মাস করতে সহায়তা করবে। এটি আইসিএমআর এর স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন (এইচটিএ) থেকে বৈধতা পেয়েছে। শ্রী নাড্ডা জানান যে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আগামী বছরের গোড়ার দিকে এই নতুন ব্যবস্থা চালু করার জন্য রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে স্বাস্থ্য পেশাদারদের প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত উপকরণের জন্য একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করছে। তিনি বলেন, এই চিকিৎসা পদ্ধতি সারা দেশে প্রায় ৭৫০০০ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি (ডিআর টিবি) রোগীর চিকিৎসার সময়কাল হ্রাস করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বি. এইচ. আই. এস. এম, ''ভীষ্ম'' কিউব স্থাপনঃ

ভীষ্ম (বিএইচআইএসএম)কিউব হল বহনযোগ্য এবং দ্রুত-স্থাপনযোগ্য এক মোডিওলার চিকিৎসা সুবিধা যা দুর্যোগ/জনস্বাস্থ্যমূলক জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে জরুরিকালীন জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সক্ষম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এই কিউবগুলি জরুরি পরিস্থিতিতে ট্রমা, রক্তপাত, পোড়া, হার ভেঙে যাওয়া ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরণের প্রায় ২০০ টি কেস সামাল দিতে সক্ষম। প্রথম পর্যায়ে, দুর্যোগ/স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে দ্রুত মোতায়েনের জন্য ২৫টি এইমস এবং জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠানগুলিতে (আইএনআই) ''ভীষ্ম'' কিউব স্থাপন করা হবে। পরবর্তীতে, রাজ্যগুলিও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তা স্থাপন করতে পারে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ইউক্রেন সফরের সময় ভারত ইউক্রেনকে চারটি ভীষ্ম কিউব উপহার দিয়েছে।

ড্রোন পরিষেবার ব্যবহারঃ

দুর্গম এবং উচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলে চিকিৎসা সরঞ্জাম, সামগ্রী এবং নমুনার ব্যয় সাশ্রয়কারী, দ্রুত ও নিরাপদ সরবরাহের সুবিধা দেবে ড্রোন পরিষেবা। ড্রোন পরিষেবার জন্য ১৫টি এইমস/আইএনআই/এনই প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়েছে। ১২টি প্রতিষ্ঠানে ড্রোন পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। শ্রী নাড্ডা বলেন, ড্রোনগুলি ওষুধ, টিকা, রক্ত, ডায়াগনস্টিক নমুনা এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্র দুর্গম জায়গায় দ্রুত ও নিরাপদে পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে।

চিকিৎসা শিক্ষাঃ

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মেডিকেল কলেজ এবং এমবিবিএস ও পিজি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে, এর ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জুড়বেন অধিক সংখক চিকিৎসক।

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২০২৩-২৪ সালে ছিল ৭০৬, তা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৭৬৬ হয়েছে, যা ৮.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৩৮৭ যা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৭৬৬, যা ৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি। এই সময়ের মধ্যে ৩৭৯টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে দেশে ৭৬৬টি (সরকারি: ৪২৩, বেসরকারি: ৩৪৩) মেডিকেল কলেজ রয়েছে।

এমবিবিএস-এ আসন বৃদ্ধিঃ

এমবিবিএসের আসন বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৩০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালে যে আসন সংখ্যা ছিল ১,০৮,৯৪০, তা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৫,৮১২। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে দেশে মেডিকেল আসন সংখ্যা ছিল ৫১,৩৪৮, যা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে বেড়ে হয়েছে ১,১৫,৮১২ অর্থাৎ আসন বৃদ্ধি হয়েছে ৬৪,৪৬৪, প্রায় ১২৫ শতাংশ।

স্নাতকোত্তর (পিজি) আসন বৃদ্ধিঃ

পিজি মেডিকেল আসন সংখ্যা ২০২৩-২৪ সালের ৬৯,০২৪ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে হয়েছে ৭৩,১১১, যা ৫.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০১৩-১৪ সালে ৩১,১৮৫ টি আসন থেকে ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৭৩,১১১ এ উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ গত ১০ বছরে, পিজি আসনের সংখ্যা বেড়েছে ৩৯৪৬০ টি অর্থাৎ ১২৭ বৃদ্ধি হয়েছে।

জাতীয় মেডিকেল রেজিস্টারের কার্যক্রমঃ

ন্যাশনাল মেডিকেল রেজিস্টার (এন. এম. আর) হল ভারতের সমস্ত অ্যালোপ্যাথিক (এম. বি. বি. এস) নিবন্ধিত চিকিৎসকদের জন্য একটি বিস্তৃত তথ্যভাণ্ডার। এনএমআর ডাক্তারদের আধার আইডির সঙ্গে যুক্ত, ফলে তা ডাক্তারের ব্যক্তিগত পরিচিতির সত্যতা নিশ্চিত করে।

আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির-সাব সেন্টারের ভার্চুয়াল ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস (এনকিউএএস) মূল্যায়নঃ

এনকিউএএস হল জেলা হাসপাতাল, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির-নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির-উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিশ্চিত ও উন্নত করার জন্য পরিকল্পিত মানগুলির একটি সেট।

শ্রী নাড্ডা বলেন, ২০২৪ এর ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত ১৩,৭৮২টি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র এনকিউএএস এর শংসা প্রত্যয়িত হয়েছে। ২০২৪ সালের ১এপ্রিল থেকে মোট ৫৭৮৪টি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে এনকিউএএস প্রত্যয়িত করা হয়েছে, যেখানে প্রথম ১০০ দিনে ৩১৩৪টি কেন্দ্র(২৭৩৪টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির-উপকেন্দ্র সহ) সকল স্তরে এনকিউএএস প্রত্যয়িত হয়েছে।

# রপ্তানিকারকদের ক্ষমতায়ন এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকে সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করছে বাণিজ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : বর্তমান সরকারের প্রথম ১০০ দিনে রপ্তানিকারকদের ক্ষমতায়ন, রপ্তানি প্রক্রিয়াকে সহজতর করা এবং উদ্ভাবনী সমাধানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপে বাণিজ্য দপ্তর গুরুত্ব দিয়েছে ও সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্যের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হল:

১) ট্রেড কানেক্ট ই-প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের ক্ষমতায়ন:

একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপট যুক্ত ট্রেড কানেক্ট ই-প্ল্যাটফর্মের সূচনার মাধ্যমে ৬ লক্ষেরও বেশি আমদানি-রপ্তানিকারক কোড (আইইসি) হোল্ডার, ১৮৫ জন ভারতীয় মিশন অফিসার এবং এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের ৬০০ জনেরও অধিক সদস্যকে বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তরের (ডিজিএফটি), বাণিজ্য বিভাগের (ডিওসি) অফিস এবং ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই ডিজিটাল উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) জন্য তথ্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে, এর ফলে ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায় এবং আরও নিরবচ্ছিন্ন ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রপ্তানি বাস্তুতন্ত্রের প্রচার ঘটছে।

২) অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (এমএসএমই) রপ্তানিকারকদের জন্য বীমা সুরক্ষা বৃদ্ধি :

সরকার রপ্তানি ক্ষেত্রকে বিপুলভাবে চাঙ্গা করতে, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (এমএসএমই) রপ্তানিকারকদের জন্য বর্ধিত বীমা নিশ্চিত করেছে, এতে কম খরচে ২০,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়া যেতে পারে। এই উদ্যোগ ভারতীয় রপ্তানিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে, যার ফলে প্রায় ১০,০০০ রপ্তানিকারক উপকৃত হবেন।

৩) স্ব-প্রত্যয়িত বৈদ্যুতিন ব্যাংক আদায় শংসাপত্র (ই. বি. আর. সি) -র সম্মতিদানের বোঝা হ্রাস:

স্ব-প্রত্যয়িত বৈদ্যুতিন ব্যাঙ্ক আদায় শংসাপত্র ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য সম্মতি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আগে ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক রিয়েলাইজেশন সার্টিফিকেট (ই. বি. আর. সি) প্রতি ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে খরচ হত, এই ব্যবস্থাটি এখন রপ্তানিকারকদের ১২৫ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় দিচ্ছে এবং সুবিধা ও রিফান্ড দাবি করার প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করেছে। এই কাগজবিহীন ব্যবস্থা চালু হবার ফলে সরকারের ডিজিটাল, পরিবেশ-বান্ধব অর্থনীতির যেমন প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি, প্রশাসনিক ও পরিবেশগত খরচ কমানোর বৃহত্তর লক্ষ্যের সঙ্গেও যুক্ত।

ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক রিয়েলাইজেশন সার্টিফিকেট (ইবিআরসি) এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) সমন্বয়ের ব্যাপক উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে সময় হ্রাস করছে, যা রপ্তানিকারক এবং অংশীদারদের জন্য সহজতর হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি ই-কমার্সের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী, কারণ এটি দক্ষতার সাথে উচ্চ পরিমাণের, কম খরচের লেনদেন পরিচালনা করে। ফলস্বরূপ, এটি তাদের আরও কার্যকরভাবে সুবিধা এবং ফেরত দাবি করতে সক্ষম করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণ বিশেষ মদত পাবে।

৪) ই-কমার্স এক্সপোর্ট হাব (ইসিএইচ): ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (এসএমই) রপ্তানিকারকদের বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করছে:

ই-কমার্স এক্সপোর্ট হাব (ইসিএইচ)-এর সূচনার ফলে ভারতের আন্তঃসীমান্ত ই-কমার্স বাস্তুতন্ত্রে বিপ্লব ঘটতে চলেছে, যার সম্ভাব্য রপ্তানি মূল্য ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে। ই-কমার্স এক্সপোর্ট হাব (ই. সি. ই. এইচ) কারিগর, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এস. এম. ই) এবং এক জেলা, এক পণ্য (ওডিওপি) উৎপাদকদের বিশ্ব বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে, খরচ হ্রাস করবে এবং লজিস্টিক সহজতর করবে। এই কেন্দ্রগুলি পরিবহণ, সঞ্চয় এবং গুণগত মানের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগকে বাড়িয়ে তুলবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলির পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাগুলিকে বিশ্ব-বাজার স্বরূপ ই-কমার্স এক্সপোর্ট হাব (ইসিএইচ)-এর সঙ্গে যুক্ত করা এই অঞ্চলগুলির ডিজিটাল রূপান্তর চালানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ছোট শহরগুলিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাপক সুযোগের সুযোগ করে দেবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করবে।

৫) সরকারি ই-মার্কেট প্লাস পোর্টালে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের (এমএসএমই) জন্য লেনদেনের খরচ হ্রাস সরকারি ই-মার্কেটপ্লেসে (জিইএম) অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের (এমএসএমই) বৃহত্তর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে মূল্য নির্ধারণের স্ল্যাবগুলির সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে, যা বিক্রেতাদের বুঝতে এবং মেনে চলতে সহজ করে তুলেছে। ফি-তে নতুন ক্যাপটি উচ্চ-মূল্যের লেনদেনের জন্য আরও বেশি সাশ্রয় করার মতো সুবিধা দিচ্ছে। কারণ ১০ কোটি টাকার উপরে অর্ডারসমূহ এখন ৩ লক্ষ টাকার একটি নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে, যা আগেকার নির্ধারিত ৭২.৫ লক্ষ টাকার লেনদেনের ফি থেকে অনেকখানি হ্রাস পেলো।

৬) দুবাইতে ভারত মার্ট:

বাণিজ্য দপ্তর একটি অভূতপূর্ব উদ্যোগ নিয়ে দুবাইতে ভারত মার্ট স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। এই কেন্দ্র ভারতীয় অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে উপসাগরীয় সহযোগিতা পর্ষদের (জিসিসি) আফ্রিকান ও সিআইএস (কমনওয়েলথ দেশসমূহ) বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য রপ্তানির প্রবেশাধিকার দেবে, ফলে এই অঞ্চলগুলিতে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

৭) গণশুনানি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মানব মধ্যস্থতাকারীদের নির্মূল করা:

সরকার গণশুনানি শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়িয়েছে। তা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা মধ্যস্থতাকারীদের নির্মূল করে মসৃণ যোগাযোগকে সহজতর করবে এবং অংশীদার এবং বিভাগের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব করে তুলবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি ব্যবসার সময় ও প্রচেষ্টা নেবার সময় সাশ্রয় হবে, যার ফলে কার্যালয় পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে।

৮) জৈব নিয়ন্ত্রক- বাস্তুতন্ত্রকে মজবুত করা:

জৈব উৎপাদনের জন্য সংশোধিত জাতীয় কর্মসূচি (এনপিওপি) -র মাধ্যমে রফতানি সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ৫০০০ উৎপাদক গোষ্ঠীর প্রায় ২০ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন। শংসাপত্রের মান উন্নত করার দিকে লক্ষ্য রাখার মাধ্যমে, জৈব রফতানি ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৯) প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোতাহন যোজনা (পিএমসিএসপিওয়াই:

এই উদ্যোগের আওতায় অসম ও পশ্চিমবঙ্গের ১২১০ টি চা বাগানের ১০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিককে উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা, শিক্ষা এবং বিশ্রামাগারের সুবিধা পাবেন। চা বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

১০) ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি)/ইনফরমেশন টেকনোলজি এনেবলড সার্ভিসেস (আইটিইএস) বহির্ভূত সমস্ত স্পেশাল ইকোনমিক জোনে (এসইজেড) ইন্ডিয়ান কাস্টমস ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেঞ্জ গেটওয়ে (আইসিইজিএটিই)-এর সূচনা।:

এর ফলে,তাদের রপ্তানি পণ্যের উপর শুল্ক ও কর মুকুব (আর. ও. ডি. টি. ই. পি) প্রকল্পের আওতায় সুবিধা নিতে আবেদন করতে সক্ষম হবেন। এই পদক্ষেপটি ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) ইউনিটগুলিকে ২৪অ৭ হেল্পডেস্ক এর সহায়তা প্রদান করবে এবং আরও বিরামবিহীন ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

এই পরিবর্তনমূলক পদক্ষেপসমূহ জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সরকারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। বাণিজ্য দপ্তরের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী অত্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে চলেছে।

## বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা সিল করা নিয়ে ব্যাখ্যা চাইলেন রাজ্যপাল, বন্যা নিয়েও প্রতিক্রিয়া ডঃ বোসের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা সিল কেন করা হয়েছে, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা চাইলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রের খবর, সংবিধানের ১৬৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সীমানা সিল করা নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছেন রাজ্যপাল বোস। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বন্যা পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানা বন্ধ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানায় আটকে পড়েছে বহু পণ্যবাহী ট্রাক।এদিকে, বাংলার বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্যপাল বোস শনিবার বলেছেন, 'বন্যা পরিস্থিতি এমন একটি বিষয় যা গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। বন্যার আগে এবং পরে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্ঘটনা আকস্মিক নয়, এর পেছনে মানবিক কারণ রয়েছে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের অবিলম্বে পুনর্বাসন ও উদ্ধার করা। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে প্লাবনভূমি ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। প্লাবনভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জলাবদ্ধতা ব্যবস্থাপনা। যতদূর সম্ভব, পরিকাঠামো বিপর্যয়-প্রতিরোধী হওয়া উচিত। বন্যা মোকাবেলায় অনেক দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এগুলি এমন বিষয় যা এখন প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত, দোষ দেওয়ার খেলা নয়।'

## সবুজের পথে হাতছানি, এন.বি.এস.টি.সি-র জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে ফের চালু প্যাকেজ ট্যুর

জলপাইগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এন.বি.এস.টি.সি-র জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে ফের চালু হল প্যাকেজ ট্যুর। 'সবুজের পথে হাতছানি' নামে এই ট্যুরে শনিবার সকালে রওনা হলেন ২০ জন পর্যটক। জলপাইগুড়ি থেকে বোদাগঞ্জ, গজলডোবা, ওদলাবাড়ি, ডামডিম হয়ে বাসটি যাবে লাভা। সেখান থেকে ডেলো ঘুরে আবার লাভাতে এসে রাত্রিবাস। আগামীকাল রিশপ, সাঙ্গেখোলা হয়ে জলপাইগুড়িতে ফেরত। খাওয়া দাওয়া, থাকা পিছু জনপ্রতি খরচ ধরা হয়েছে, আড়াই হাজার টাকা। এনবিএসটিসির ডিপো ইনচার্জ দীপক রাহা জানিয়েছেন, গত মার্চ মাসের পর এই প্রথম প্যাকেজ ট্যুর আবার শুরু করা হল। এই প্যাকেজ ট্যুর শুরু হওয়ায় পর্যটকরাও খুশি।

## কথা রাখলেন জুনিয়র ডাক্তাররা, জরুরি পরিষেবার কাজে নেমে পড়লেন চিকিৎসকরা

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কথা দিয়ে, সেই কথা রাখলেনও জুনিয়র ডাক্তাররা। শনিবার সকাল থেকেই আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কাজে নেমে পড়লেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আর জি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিভাগে কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে যোগ দিতে দেখে খুশি সাধারণ মানুষও।আর জি কর ও অন্য হাসপাতালগুলিতে জরুরি পরিষেবায় কাজে যোগ দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ইমার্জেন্সি বিভাগ পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে। আর জি কর হাসপাতালে শনিবার সকালে যে জুনিয়র ডাক্তারদের ডিউটি ছিল, তাঁরা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ভবনে পৌঁছে যান। উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠেছিল। তার পর থেকে বিচার চেয়ে এবং কর্মস্থলে নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। মোট পাঁচ দফা দাবিতে টানা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। অবশেষে শনিবার থেকে কাজে যোগ দিলেন তাঁরা। তাঁরা নির্যাতিতার সুবিচার চেয়ে তাঁদের আন্দোলন জারি থাকবে।

## বন্যায় 'কেন্দ্রের দোষ' মন্তব্য করে মমতা পড়লেন তথাগতর তোপের মুখে

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বন্যার জন্য 'কেন্দ্রের দোষ' মন্তব্য করে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের তোপের মুখে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তথাগতবাবু শনিবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "একেবারে মূর্খ হবার কিছু সুবিধা আছে। 'ওসব বুঝি না' বলে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা শুধু মূর্খদেরই থাকে।

উজানে বাঁধের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে ভাটিতে বন্যা হবে, হবেই। 'ড্রেজিং' কথাটা বোধ হয় মাননীয়া নতুন শিখেছেন - ওই প্রক্রিয়ায় জলাধারের নীচের পলি পরিষ্কার করা যায় না। বরঞ্চ উনি যদি নদীবাঁধগুলির রক্ষণাবেক্ষণে একটু মনোযোগ দিতেন তাহলে মানুষের দুর্দশা খানিকটা কমত। এই নদীবাঁধগুলির উপরে শাসক দলের দয়াময়রা পুরো জনবসতি বসিয়ে দিয়েছেন, আর নীচে ইঁদুররা নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সবরকম সমস্যার জন্য 'কেন্দ্রের দোষ' বলাটা মাননীয়া সিপিএমের কাছ থেকে খুব ভাল শিখেছেন।"

## আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভোরে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। আমেরিকা পৌঁছনোর পর শনিবার আমেরিকার ডেলওয়ারের উইলনমিংটনে চতুর্থ কোয়াড নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকার অনুরোধে ভারত ২০২৫ সালের কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে রাজি হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, গত এক বছরে কোয়াড কতখানি অগ্রগতি লাভ করেছে, তা পর্যালোচনা করা হবে চতুর্থ কোয়াড নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে।এছাড়াও ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ''সামিট অফ দ্য ফিউচার''-এ ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। নিউইয়র্কে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সমাবেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলির সিইওদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন। শনিবার ভোরে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে কোয়াড সম্পর্কে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, ইন্

# অমরারগড়ের সাড়ে-তিন”শো বছরের মা শিবাক্ষা দূর্গা ও কালি রূপে পুজিতা হন

দুর্গাপুর, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : না আছে সেদিনের জমিদার। না আছে জমিদারি। রয়ে গিয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মন্দির রয়ে গেছে প্রচলিতি রীতি। আউশগ্রাম-২ নং ব্লকের অমরারগড়ে প্রায় সাড়ে তিন”শ বছরে মা শিবাক্ষা দূর্গা কালি রূপে পুজিতা হন। মানকর রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার গুসকরা রোডের ওপর অমরারগড় গ্রাম। গ্রামের আরাধ্য দেবী শিবাক্ষা। কথিত আছে প্রায় বছর পুর্বে ক্ষত্রিয় রাজা মহেন্দ্র রায় ছিলেন। তিনি বীর, মহৎ, ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন। তাঁর গড় ছিল এই গ্রাম। শূরগড় পতি রাজা বীরসিংহের কন্যা অমরাবতীকে স্বয়ম্ভরসভায় বিয়ে করেন তিনি। রানী অমরাবতী তেজস্বীনি, ধর্মপরায়না, স্নেহশীলা ছিলেন। রাজা মহেন্দ্রর গড়ের সামনে কমলপুর, উত্তরে প্রতাপপুর আজও সেই গ্রাম বিদ্যমান। পাশে পঞ্চমমহল অধুনা পাচমৌলি, দক্ষিণে কন্দর্পপুরী। সেখানে রাজা ছিলেন কন্দর্প রায়। বর্তমানে কোন্দাঁইপুর, পূর্বে দীর্ঘনগর বর্তমানে যা দিকনগর নামে পরিচিত। এবং পশ্চিমে মানিক-আবর, বর্তমানে মানকর গ্রাম। গ্রামের মধ্যবর্তী শিবাক্ষা মন্দির। এছাড়াও স্থাপত্যশিল্পের বিষ্ণুমন্দির আজও বিদ্যমান। তবে অনাদরে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। গ্রামে আরও একটি দূর্গামন্দির রয়েছে। খড়ের চালার আদলে ওই মন্দির আজও ইতিহাস বহন করে। পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতি নামক গ্রান্থে অমরাগড়ের ইতিহাস বর্নিত রয়েছে। পরবর্তীকালে রানী অমরাবতীর নামানুসারে গ্রামের নাম অমরারগড় ।আজ থেকে প্রায়, সাড়ে তিন”শ বছর আগে রাজা মহেন্দ্র রায় আমলে শিবাক্ষা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নস্করচন্দ্র রায়। পরবর্তীকালে দেবী শিবাক্ষা গ্রামের তিনপাড়ার রায়দের মধ্যে ভাগ রয়েছে। উত্তর পাড়া, দক্ষিন ও মধ্য পাড়া। তৎকালি জমিদার রাজা আশপাশের কুলডিহা, বাবুইশোল, পাঁচমৌলি, রামহরিপুর প্রভৃতি এলাকায় নিজের বৈভব লোক সমক্ষে জাহির করার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথিত আছে রাজা মহেন্দ্রর রানী কাটোয়ায় গঙ্গা স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেখানে মা শিবাক্ষার মূর্তি দেখে আকৃষ্ট হন। আর সেই মূর্তি তুলে আনতে রাজ কর্মচারীদের আদেশ দেন। দেবীর কষ্টিপাথরের মূর্তি এতটাই ভারি ছিল, সেটা রাজ কর্মচারীদের তুলে আনতে সামর্থ ছিল না। একদিকে রানীর আজ্ঞা অন্যদিকে নিজেদের ব্যার্থতা। তাই বাধ্য হয়ে মূর্তির কিছুটা নীচ থেকে ভেঙে নিয়ে আসেন। এখানে দেবী শৃগাল ও সিংহের ওপর অধিষ্ঠাত্রি। রানি অমরাবতির নামানুসারে গ্রামের নাম হয় অমরারগড়। দূর্গাপজোয় দূর্গা রূপে এবং কালিপুজোয় কালি রূপে পুজিতা হন দেবী শিবাক্ষা। তবে তার পিছনে এক ইতিহাস রয়েছে। অতিতে গ্রামের চাটুজ্জে পরিবারের এক বিধবা দেবী দর্শনের জন্য পুকুরে স্নান করে ভেজা কাপড়ে মন্দিরে দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়েছিলেন। তিনদিনের মাথায় দেবী তাকে দর্শন দেন। এবং বিধবা ওই মহিলা দেবীকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার বর চান। শিবাক্ষা মা তার কথায় রাজি হন, আর সেই থেকেই কালি পুজোর রাতে মা শিবাক্ষা আজও গ্রামের চাটুজ্জে পরিবারে কালি প্রতিমার ডান পাশে থেকে পুজো নেন। আর যমদ্বীতিয়ার দিন ফিরে যান। কথিত আছে, একবারন এক ঘটনা ঘটেছিল। মায়ের মন্দিরের চাবি থাকত রাজা কন্দর্প রায়ের কাছে। রাজা কন্দর্প একাবার কালিপুজোর দিন শিবাক্ষা মূর্তি চাটুজ্জেদের দিতে অস্বীকার করেছিলেন। চাটুজ্জেরা ওই সময় নিরুপায় হয়ে ঘট পুজো করেন। কালিপুজোর মধ্যরাত্রে রাজার মুখে আচমকা রক্ত উঠতে শুরু হয়। পরক্ষনেই রাজা তার নিজের ভুল বুঝতে পারেন, চাটুজ্জেদের শিবাক্ষা মূর্তি না দেওয়ার পরিনাম। বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে রাজা তার বড় ছেলেকে দেবী মূর্তি দেওয়ার অনুমতি দেন। রায় পরিবারের বর্তমান বংশধরেরা জানান,’ শিবাক্ষা মা রায় পরিবারের হলেও, চাটুজ্জেদের খুবই প্রিয়। কোন এক সময় সাধক কমলাকান্তের গান বাজনার আসর বসত রায় পরিবারে। তিনি মায়ের ভক্তিগীতি গাইতেন। তবে এখন আর সেসব আসর না বসলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পুজোয় সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্নান, মহাষ্টমীর দিন প্রচলিত সন্ধিপুজো। নবমির দিন নরনারায়ন সেবা হয়।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# হিন্দুদের নির্ভয়ে দুর্গোৎসব পালনের আহ্বান খালেদাপুত্র তারেক রহমানের

।। রাজীব দে।।— ধর্মীয় পরিচয়ে বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু নয়, সবাই বাংলাদেশি : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান— পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠিত ঘটনা এক ষড়যন্ত্র, এর বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে : খালেদাপুত্রঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সনাতনী নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বিএনপির নেতৃবর্গ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তৃতা পেশ করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বড় ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বক্তৃতা প্রদানকালে তারেক রহমান হিন্দুদের উদ্দেশ্যে এই অভয়বার্তা দিয়েছেন।

তারেক রহমান বলেন, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠু ভোটের বিকল্প নেই। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, যতদিন পর্যন্ত দলমত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নিজের ভোট দিয়ে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে জবাবদিহিমূলক একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারবেন, ততদিন পর্যন্ত কোনও নাগরিকের নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষিত নয়।

শুক্রবার গুলশানে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন এবং ব্যক্তিগতভাবে কয়েকশো মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতাদের বহু শোনে বিভিন্ন বিষয় সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখনও বিপদমুক্ত নয়। এমন পরিস্থিতিতে কোনও অপশক্তি যাতে আবার গণ-অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং সাফল্যের ধারাকে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সতর্ক থাকতে হবে। দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তিনি আরও বলেন, ধর্মীয় পরিচয়ে বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু নয়, সবাই বাংলাদেশি। তিনি বলেন, কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিষ্টান, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের এমন কোনও জিজ্ঞাসা কিন্তু ছিল না। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরু এ-সব নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি-অবাঙালি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কিংবা সংস্কারবাদী প্রতিটি নাগরিকের একমাত্র পরিচয় আমরা বাংলাদেশি। আমরা এ দেশের নাগরিক।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, এজন্য ভারত থেকে দলে দলে সাংবাদিকরা এসেছিলেন। সবাইকে একটা কথা বলেছি, এই পরিবর্তনের (ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান) ফলে যা ঘটেছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। কোনও সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। আজ আবার একই চক্রান্ত শুরু হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। এগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। একইভাবে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের পৌরোহিত্য দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য, কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রায় কয়েক শতাধিক পদাধিকারী ও সাধারণ কর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তারেক রহমান হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্ভয়ে দুর্গাপূজার উৎসব পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘এই বাংলাদেশ আপনার-আমার, আমাদের সবার। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে, এটাই বিএনপির নীতি, রাজনীতি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দল বিএনপি বিশ্বাস করে, ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার।’

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আগামী মাসেই আপনাদের (হিন্দু সম্প্রদায়) সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। আপনারা প্রত্যেকে উৎসব উদযাপন করুন নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে, নিরাপদে।’

বিএনপির ধর্মবিষয়ক সহ-সম্পাদক অমলেন্দু দাস অপু এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের মহাসচিব তপন দে-র যৌথ পরিচালনায় শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায়চৌধুরী, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক সুকমল বড়ুয়া, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কল্যাণের চেয়ারম্যান বিজনকান্তি সরকার, ফেনীর কামাখ্যা চন্দ, খাগড়াছড়ির অজয় সেনগুপ্ত, সাভারের উত্তম ঘোষ, খুলনার সুজনা জলি, বরিশালের সঞ্জয় গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত টিভি প্রযোজক মনোজ সেনগুপ্ত, গৌড় সিনহা প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেছেন।

ইসকন-এর চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময়কৃষ্ণ দাস গোস্বামী, মহানগর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জয়ন্তকুমার দেব, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর, সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা, গুলশান পূজা কমিটির জেএল ভৌমিক, পান্নালাল দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত টিভি প্রযোজক মনোজ সেনগুপ্ত, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নির্মল রোজারিও, হিন্দু মহাজোটের সুশান্তকুমার চক্রবর্তীও বক্তব্য পেশ করেছেন।

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, এজেডএম জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান বরকত-উল্লাহ বুলু, কেন্দ্রীয় নেতা জয়ন্তকুমার কুণ্ডু, আবদুল বারী ড্যানি, অপর্ণা রায়, রমেশ দত্ত, দেবাশিস রায় মধু, সুশীল বড়ুয়া, জনগোমেজ, মিল্টন বৈদ্য সহ কেন্দ্রীয় এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের নেতৃবর্গ এবং গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

# দিল্লির আসবাব মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা !

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতে। শনিবার দিল্লির নবি করিম এলাকায় একটি চার তলা আসবাবপত্রের মার্কেটে এই আগুন লাগে। বিধ্বংসী আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। সকাল ১০টা পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চলেছে বলে জানা গিয়েছে ।আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। ভিতরে প্রচুর লোকের আটকে পড়ার আশঙ্কায় ভেঙে ফেলা হয় পাশের একাধিক বিল্ডিংয়ের শাটার। তড়িঘড়ি ৪৪ জনকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, পুলিশ সময় মতো এসে উদ্ধার কাজ শুরু না করলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত না ।স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন লাগার জেরে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। উদ্ধার করা ৪৪ জনও সুস্থ রয়েছে। তবে আগুনের জেরে চেয়ার কারখানা সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। কাঠের অন্য আসবাবপত্রও পুড়ে গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শক সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে।

# মধ্যরাতের বৃষ্টিতে স্বস্তি ফিরলো কিছুটা, মহানগরীর তাপমাত্রাও নিম্নমুখী

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহানগরী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শনিবার কিছুটা কমলো। শুক্রবার মধ্যরাতের বৃষ্টির সৌজন্যে গরমের দাপটও অনেকটাই কমেছে। শহর থেকে গ্রামাঞ্চল দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই বিগত ২৪ ঘণ্টা ধরে অসহ্য গরমে নাজেহাল হয়েছিল। শুক্রবার সারাদিন ঘর্মাক্ত গরম সহ্য করতে হয়েছে শহরবাসীকে। তবে শনিবার আবহাওয়া বদলে গিয়েছে, সৌজন্যে মধ্যরাতের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি ।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই, তবে কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিন মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম এবং কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হলেও হতে পারে।

# তিন দফা দাবিতে দক্ষিণ জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন

বিলোনিয়া, ২১ সেপ্টেম্বর : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন রাজ্য কমিটি ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন, শনিবার বিকাল চারটায় ডিওয়াইএফ দক্ষিণ জেলা কমিটি সারা রাজ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তিন দফা দাবি সনদের স্মারকলিপি দক্ষিণ জেলা শাসকের হাত দিয়ে মুখ্য সচিবের নিকট প্রেরণ করে।

তিন দফা দাবি গুলো হলো অবিলম্বে বিভিন্ন দপ্তরে চিহ্নিতকরণ করে শূন্য পদ পূরণ করা, আউটসোর্সিং মাধ্যমে নয সায়ী নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, ইন্টারভিউ নির্দিষ্ট সময়ে নেওয়া, এই তিন দফা দাবি নিয়ে জেলা শাসকের নিকট প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করে দল মতের উর্ধে উঠে সরকার যাতে শূন্য পদ পুরন, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া,স্বল্প সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

আগামী দিন এই তিন দফা দাবির ভিত্তিতে ৩০ সেপ্টেম্বর ডি ওয়াই এফ বিলোনিয়া শহরের মিছিল করে দাবিগুলি জনগণের সামনে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হবে বলে জানান সংগঠনের পক্ষ থেকে, সম্প্রতি বন্যায় মুহুরী নদীর যে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা যেন মেরামত করা হয়, কলাবাড়িয়া ফুট ব্রিজ, সাব্রুমের হরিনা ব্রিজ যাতে সংস্কার করা হয় সে বিষয়ে জেলাশাসকের নিকট তুলে ধরা হয়এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের যাতে সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

জেলাশাসক আশস্ত করেন তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন, ডেপুটেশন শেষে মহকুমা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরেন সংগঠনের নেতৃত্বরাএইদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ও ডেপুটেশনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডি ওয়াই এফ বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক মধুসূদন দত্ত রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম সেন, রাকেশ বিশ্বাস, খোকন শীল ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ।

# পরিষ্কার করার কথা বলে সোনার চেইন নিয়ে চম্পট দিল প্রতারক

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: পরিষ্কার করার কথা বলে সোনার চেইন নিয়ে চম্পট দিল প্রতারক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল নাগাদ গামাইবাড়ি এলাকার সন্ধ্যা দাসের বাড়িতে দুই যুবক প্রবেশ করে। প্রথমে তামা কাসা ইত্যাদি সামগ্রী পরিষ্কার করার কথা বলে বাড়ির সদস্যদের। বাসন পরিষ্কার করার পর ধীরে ধীরে রুপার চেইন, এরপর সোনার চেইন পরিষ্কার করার ফান্দে ফেলে দেয়। এই পর্যন্ত বাড়ির সদস্যরা কোন কিছু না বললেও সোনার চেইন যখন পেকেটে ঢুকিয়ে নিতে চায় প্রতারক ঠিক তখনই সন্দেহ হয় তাদের।

এর পরই বাড়ির সদস্যদের কথার জালে ফেলে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইকে চেপে পালিয়ে যায় প্রতারক দুই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মানুষের চিৎকারে পাড়া পরসি পেছন ধাওয়া করেও প্রতারকের টিকির নাগাল পায়নি। শেষে উনারা তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলে জানান।। এদিকে ডট কমের যুগে এধরণের প্রতারনার খবর চাউর হতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

# কোকরাঝাড়ে বডোল্যান্ড সিল্ক পার্ক এবং এরি স্পুন মিল পরিদর্শন রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদের

কোকরাঝাড় (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোকরাঝাড়ে বডোল্যান্ড সিল্ক পার্ক এবং এরি স্পুন মিল পরিদর্শন করেছেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্য। সিল্ক পার্ক এবং এরি স্পুন মিলের বৈচিত্র্য ও উচ্চ মানের পণ্য সামগ্রী দেখে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন আপ্লুত রাজ্যপাল।

বিশ্বব্যাপী এরি পণ্যের প্রচার করতে বিজ্ঞাপন এবং বিপণন কৌশলের প্রয়োজনীয়তার পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যপাল আচার্য্য। পাশাপাশি স্পুন মিলের বিশেষত্বের রূপরেখা সংবলিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অনুরোধ করেছেন তিনি।

রাজ্যপালকে এদিন সঙ্গ দিয়েছেন রাজ্যের তাঁত, বস্ত্র ও রেশম দফতরের মন্ত্রী উরখাও গৌরা ব্রহ্ম, বিটিসির কার্য্যনির্বাহী সদস্য ধনঞ্জয় বসুমতারি ও দাওবাইসা বড়ো, বিটিসি-সচিব যতীন বরা, কোকরাঝাড়ের জেলাশাসক মাসান্দা পেরটিন এবং বিটিসির যুগ্মসচিব রক্তিম বুড়াগোহাঁই।

# জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ সন্ত্রাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন : অনুরাগ সিং ঠাকুর

রিয়েসি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ সন্ত্রাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, ’অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের পরে আপনারা যদি বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ গণতন্ত্রের প্রতি নিজেদের আস্থা দেখিয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।’অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, ’জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ শান্তি ও সুখ চায়। জনসাধারণ জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের নেতারা কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সমর্থনে বিবৃতি দিচ্ছেন...আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে, রাহুল গান্ধী ভারতকে অপমান করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের উচিত তাঁদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া।’

# দক্ষিণ আফ্রিকাকে সিরিজে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল আফগানিস্তান

শারজা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পরপর দুই একদিনের ম্যাচে প্রোটিয়াদের নাকানিচুবানি খাইয়ে ইতিহাস গড়ে সিরিজ জিতে নিল রশিদ খানের আফগানিস্তান। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪ উইকেটে হারিয়েছিল আফগানরা। সেই ম্যাচে সফরকারীদের ১০৬ রানে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল রশিদ খান-গাজনফররা। দ্বিতীয় ম্যাচেও প্রায় একই হাল দক্ষিণ আফ্রিকার। এই ম্যাচে কোনও লড়াই-ই করতে পারেনি প্রোটিয়ারা ।শুক্রবার শারজায় সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭৭ রানে হারাল আফগানরা। আফগানদের দেওয়া ৩১২ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে রশিদ খানের ঘূর্ণির সামনে দাঁড়াতেই পারেনি প্রোটিয়ারা। ১৩৪ রানে অলআউট হয়ে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শনিবার নিজের ২৬তম জন্মদিনটা দারুণভাবে পালন করলেন রশিদ খান। এই ম্যাচে তিনি নিয়েছেন পাঁচ উইকেট। আর ২৬ রানে ৪ উইকেটে নিয়েছেন তরুণ বাঁহাতি স্পিনার নানগেয়ালিয়া খারতে।

# কংগ্রেস ও এনসি-র শাসনকালে সন্ত্রাস বেড়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে : অমিত শাহ

জম্মু, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ফের কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-কে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ

# অনূর্ধ ১৫ বালক ক্রিকেটারদের অস্থি: সংক্রান্ত পরীক্ষা শিবিরে ৫১ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ বালক ক্রিকেটারদের শারীরিক পরীক্ষা, বিশেষ করে বোনটেস্ট বা অস্থি: সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ৫১ জন অনূর্ধ ১৫ বালক ক্রিকেটারদের ২০২৪-২৫ বছরের জন্য আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর বোনটেস্ট বা অস্থি: সংক্রান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে বলা হয়েছে। ক্রিকেটারদের অবশ্যই ডিজিটাইজড বার্থ সার্টিফিকেট, আপডেটেড পিভিসি আধার কার্ড নিয়ে কোচ বিশ্বজিৎ দে-র কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আগামীকাল বিকেল তিনটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে খেলোয়াররা রিপোর্ট করবে বলে টিসিএ সচিব এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন। প্রাথমিক বাছাইকৃত তথা বোনটেস্ট বা অস্থি: সংক্রান্ত পরীক্ষায় ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো: রাজদীপ দেবনাথ, অন্তরীপ সাহা, মৈনাক সাহা, সিদ্ধার্থ দেবনাথ, আরিয়ান কুমার সিং, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, হৃদয়জিত সাহা, শুভদীপ পাল, সৌরভ সূত্রধর, সন্দীপন দাস, তন্ময় সরকার, মহির্নভ লস্কর, পাপন আচার্য্য, অর্পণ ভট্টাচার্য্য, শুভ দাস, রাজদীপ সাহা, অর্কজ্যোতি নাথ, সানিত সাহা, সৃজন দেব, রাজদীপ পাল, রাকিব মিয়া, অধি দেবনাথ, বিনীত যাদব, মানিক আহমেদ, মৃন্ময় ভৌমিক, আমন দেবনাথ, সন্দীপ দেববর্মা, আকাশ দাস, ঔংকার মল্লিক, তুহিন দেবনাথ, আয়ুষ্মান সেন, স্পন্দন বণিক, আয়ুষ সরকার, কৃষাণ দাস, সৈকত মালি, দ্বিগবিজয় দেববর্মা, আরিফ রহমান ঈশান, সুশোভন চক্রবর্তী, জয় অধিকারী, সুবীর বৈদ্য, অমরেশ সিংহ, তপন ঘোষ, লিটন দাস, জয়ন্ত বিশ্বাস, মোঃ ইরফান আলী, পৃথ্বীরাজ গোপ, রাজদীপ সিংহ, রিজওয়ান আলম, শিভম দত্ত, সৌরভ দেবনাথ, উদ্দীত্ত দেব। উল্লেখ্য, আরও তিনজন - অর্ঘ্যদীপ চৌধুরী, কিষান সরকার মোঃ মাহিম চৌধুরী গত বছরের এই পরীক্ষায় পাশ করেছিল বলে এবার তাদের এই শারীরিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে না।

# অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটারদের বোনটেস্টে ৪৫ জনকে ডাকা হল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটারদের শারীরিক পরীক্ষা, বিশেষ করে বোনটেস্ট বা অস্থি পরীক্ষার জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ৪৫ জন অনূর্ধ ১৫ গার্লস ক্রিকেটারদের ২০২৪-২৫ বছরের জন্য আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর বোনটেস্ট বা অস্থি পরীক্ষায় অংশ নিতে বলা হয়েছে। ক্রিকেটারদের অবশ্যই ডিজিটাইজড বার্থ সার্টিফিকেট, আপডেটেড পিভিসি আধার কার্ড নিয়ে কোচ মাম্পি দেবনাথ এর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আগামীকাল বিকেল তিনটায় নরসিংগড় স্থিত পিটিএ গ্রাউন্ডে খেলোয়াররা রিপোর্ট করবে বলে টিসিএ সচিব এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন। প্রাথমিক বাছাইকৃত তথা বোনটেস্ট বা অস্থি পরীক্ষায় ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো: সদরের অস্মিতা রায়, সাক্ষী বার্মা, অনুভা পাল, ক্রিস্টিনা রেমা, উক্তি দাস, মোনালি শর্মা, রিমসা কর্মকার, মৃত্তিকা চৌধুরী, অভিজ্ঞান বর্ধন, ফুলেশ্বরী দেবনাথ, স্নেহা নোয়াতিয়া, সোনাক্ষী ভৌমিক, মুনমুন বনিক। বিশালগড়ের অনুষ্কা শীল, তানিয়া রুদ্র পাল, দীপ্তি মারাক, সৃজিতা মজুমদার, শ্রাবন্তী চৌধুরী, পূর্বা চৌধুরী। মোহনপুরের ভাবনা দেব, মোনালিসা দে, কোয়েল সরকার, টিয়া রায়। কমলপুরের রিয়া দাস। জিরানিয়ার নিকিতা দেবনাথ। শান্তির বাজারের এলিজা দেববর্মা, অঙ্কিতা পাটারি, নিশিকা দেববর্মা, রুম্মা দেববর্মা, সঞ্জনা মুরাসিং, রবিনা দেববর্মা। উদয়পুরের এঞ্জেল পাল, ঋষিতা সূত্রধর। অমরপুরের তামান্না দাস। বিলোনিয়ার শ্যামাশ্রী সেন। লংতরাই ভ্যালির সাহিলি দেববর্মা, কৃষ্ণা দেববর্মা, নেদ্রিনা বড়ুয়া, উৎকর্ষী মজুমদার, পুজা বিশ্বাস, প্রতীক্ষা দে। ধর্মনগরের স্বস্তিকা তেলি, কৈলাশহরের জান্নাত উল নাইমা, আমবাসার বর্ষা দেবনাথ, তেলিয়ামুড়ার তানিয়া দেব। উল্লেখ্য, আরও তিনজন - মধুমিতা সরকার, স্নেহা সরকার ও রেবিকা নোয়াতিয়া গত বছরের এই পরীক্ষায় পাশ করেছিল বলে এবার তাদের রিপোর্ট করতে হবে না।

# টাউনকে হারিয়ে সুপার লিগে খেলা নিশ্চিত করে নিল এগিয়ে চল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরল এগিয়ে চল সংঘ। টাউন ক্লাব কে হারিয়ে। পরাজয়ের কারণে টাউন ক্লাবের জয়ের হ্যাটট্রিক হলো না। এদিকে, রাজ্য ফুটবল সংস্থা পরিচালিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লিগ আসরে প্রথম দল হিসেবে সুপার লীগে খেলা নিশ্চিত করলো গত বারের লিগ চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চল সংঘ। শনিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত আয়োজিত দিনের প্রথম ম্যাচে টাউন ক্লাব কে ২-১ গোলে ব্যবধানে পরাজিত করে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সুপারে জায়গা করে নেয় এগিয়ে চলো সংঘ। এদিনের ম্যাচে প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও দ্বিতীয়ার্ধে ২ টি গোল হজম করতে হয় টাউন ক্লাবের। ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘের হয়ে গোল দুটি করে খেলার দ্বিতীয়ার্ধের ১৪ ও ২৮ মিনিটে যথাক্রমে সপ্তম শর্মা ও দেবাশীষ রায়।

অন্যদিকে টাউন ক্লাবের হয়ে একটি গোল করে ম্যাচের ১৯ মিনিটের মাথায় বয়ার জমাতিয়া।

এদিনের ম্যাচে সেরা ফুটবলার হিসেবে নির্বাচিত হয় এগিয়ে চল সংঘের অধিনায়ক আসিফ আলী মোল্লা।

আসীফ আলী মোল্লার হাতে ম্যাচের সেরা পুরস্কার তুলে দেন প্রাক্তন ফুটবলার স্বপন মিয়া।

দিনের খেলা: বিকেল সাড়ে তিনটায় নাইন বুলেটস ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার।

**পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন লীগ ফুটবল**

| দল | ম্যাচ | জয় | পরা: | ড্র | গোল | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এগিয়ে চল | ৭ | ৬ | ১ | ০ | ১৪-৬ | ১৮ |
| ব্লাডমাউথ | ৭ | ৫ | ২ | ০ | ১৬-৬ | ১৫ |
| টাউন ক্লাব | ৭ | ৪ | ২ | ১ | ১৬-৮ | ১৩ |
| নাইন বুলেটস | ৭ | ৪ | ২ | ১ | ১২-৬ | ১৩ |
| রামকৃষ্ণ ক্লাব | ৭ | ৪ | ২ | ১ | ১৩-৮ | ১৩ |
| লালবাহাদুর | ৬ | ৩ | ২ | ১ | ১২-৭ | ১০ |
| ফরোয়ার্ড | ৮ | ১ | ৪ | ৩ | ১৩-১৯ | ০৬ |
| জুয়েলস অ্যা: | ৭ | ১ | ৪ | ২ | ৭-১২ | ০৫ |
| ত্রিবেণী সংঘ | ৭ | ১ | ৫ | ১ | ১১-২৬ | ০৪ |
| ফ্রেন্ডস ইউ: | ৭ | ১ | ৬ | ০ | ৭-২৩ | ০৩ |

# পূর্ণেন্দু স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে আর্লি মর্নিংকে হারালো বরাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, সাবরুম। তিন তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক করল বরাক ফুটবল একাডেমি কিল্লা। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ খেলে দারুন জয় পেল। ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিল আর্লি মর্নিং প্লে সেন্টারকে।

সাবরুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আয়োজিত পূর্ণেন্দু শিল্ড নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট -২০২৪ শনিবার ছিল নবম দিনের খেলা।বিন্দাস বয়েজ সামাজিক সংস্থা আয়োজিত এই প্রাইজ মানি টুর্নামেন্ট গত ১২ সেপ্টেম্বর সাবরুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠ শুরু হয়েছিল। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে নগদ দেড় লক্ষ টাকা ও সুদৃশ্য ট্রফি এবং রানার্স দল পাবে নগদ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ও সুদৃশ্য ট্রফি।শনিবারের ম্যাচে মুখোমুখি হয় বরাক ফুটবল একাডেমি ও আর্লি মর্নিং প্লে সেন্টার।পুরো ম্যাচটি বেশ দাপিয়ে খেলে বরাক ফুটবল একাডেমি। খেলা শুরুর ১৬ মিনিটের মাথায় বরাক ফুটবল একাডেমির জনসন মতই প্রথম গোল করে দলকে এক শূন্য গোলে এগিয়ে দেয়।

২৬ মিনিটের মাথায় আর্লি মর্নিং প্লে সেন্টারের গোবিন্দ মতই গোল করে খেলার সমতা নিয়ে আসে।খেলার দ্বিতীয়ার্ধে বরাক ফুটবল একাডেমির কাছে খরকুটোর মত

গোল করার মত কোন সুযোগই পায়নি আর্লি মর্নিং।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পরপর দুটি গোল করে বরাক ফুটবল একাডেমির শালকাহাম জমাতিয়া এবং নায়মা জমাতিয়া।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আর কোন গোল হয়নি। ৩-১ জয় পায় বরাক ফুটবল একাডেমি। চলতি এই টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আগামীকাল রবিবার দিনের একমাত্র ম্যাচে মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রেশন বনাম মনুঘাট প্লে সেন্টার।

# রাজ্যভিত্তিক স্কুল সাঁতার তিন বিভাগের পশ্চিম দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টের বয়স ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে এখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ইভেন্টের রাজ্য আসর সমাপ্ত। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ ১৪,১৭ ও ১৯ বালক ও বালিকাদের রাজ্যভিত্তিক স্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতা। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে শনিবার বাধারঘাট দশরথের স্পোর্টস কমপ্লেক্সের রাইমা সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম জেলা দল গঠনের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা। দিনভর আয়োজিত জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা থেকে গঠন করা হয় রাজ্যভিত্তিক আসরের জন্য পশ্চিম জেলা দল।এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী নবেন্দু ভট্টাচার্য্য, ক্রীড়া আধিকারিক ডঃ সূর্য্যকান্ত পাল, পশ্চিম জেলার সহকারী আধিকারিক শান্তনু সূত্রধর, এএমসি স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সম্পাদক অশোক কুমার পাল প্রমূখ। প্রতিযোগিতার শেষে বয়সভিত্তিক তিনটি গ্রুপে বালকো বালিকাদের চূড়ান্ত জেলা দল গঠন করা হয়। জেলার দলটি হল অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগে মৃণাঙ্কর দাস, সুমিত দেবনাথ, মেঘরাজ দত্ত বিশ্বাস রোশন কুমার দাস, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, কৃষ্ণা কুমার মাহাতো ও সায়ন দাস। বালিকা বিভাগে শ্রোতা রায়,রিয়ামশি লোধ, অদ্রিতা দত্ত, অক্ষরা সরকার, শ্রীময়ী পাল, প্রিয়াসী মন্ডল। অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে মাঘনাজ দত্ত, অনিকেত শীল, মেঘনিল দত্ত বিশ্বাস, অমিত সূত্রধর, অরিত্র দত্ত ,অপূর্ব দাস, হৃদয় বর্মন, প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য, শুভঙ্কর চন্দ্র। বালিকা বিভাগে পূর্ণিমা দাস, সায়ন্তিকা দে, আয়েশা দেব বর্মন, রুম্মা ভৌমিক, প্রিয়াঙ্কা দেববর্মা। অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে রাজদীপ ভৌমিক এবং বালিকা বিভাগে অন্বেষা ভৌমিক ও তানিয়া দেব।

# অনুমোদিত খেলোয়াড়দের জন্য ক্যারিয়ার মেলার আয়োজন করবে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তাদের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত খেলোয়াড়দের জন্য একটি ক্যারিয়ার মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছে। শুক্রবারই শীর্ষ পরিষদের বৈঠকে, অ্যাসোসিয়েশন শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের জন্য একটি ক্যারিয়ার মেলা করার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের, প্রাক্তন এবং বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটারদের একটি মিলিত-অভিবাদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের মতে, এই ইভেন্টের প্রাথমিক ফোকাস হবে ক্রিকেটারদের নিয়োগের উপর। ক্রিকেট মহলের বিশ্বাস, ক্যারিয়ার মেলা চাকরির সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের জন্য একটি বিশাল উৎসাহ হবে।

অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে, এমসিএ আগামী বছরের ১৯ জানুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবে।

# সেন্টু সরকারের নেতৃত্বে অনূর্ধ ২৩ ত্রিপুরা ক্রিকেট দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ন্যাশনাল ক্যাম্পের জন্য অনূর্ধ ২৩ ত্রিপুরা পুরুষ ক্রিকেট দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেন্টু সরকারের নেতৃত্বে কুড়ি সদস্যের এই বাছাইকৃত রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের ২৩ সেপ্টেম্বর দুপুর বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব কর্তৃক ঘোষিত রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো: সেন্টু সরকার (অধিনায়ক, উইকেট রক্ষক) ঋতুরাজ ঘোষ রায়, আরমান হোসেন, নবারুণ চক্রবর্তী (উইকেট রক্ষক), অরিন্দম বর্মন (সহ অধিনায়ক) তন্ময় দাস, দুর্লভ রায়, সপ্তজিৎ দাস, আনন্দ ভৌমিক, রোহিত ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, অভিজিৎ দেববর্মা, দীপেন বিশ্বাস, সৌরভ কর, পামির দেবনাথ, দেবরাজ দে, সাহিল সুলতান, সরাব সাহানি, দীপ্তনু চক্রবর্তী, অমিত আলী। কোচ: জয়ন্ত দেবনাথ ও রাসুদেব দত্ত, ট্রেইনার অমিতাভ দেবনাথ।

# মেসি এখন নজর দিয়েছেন হলিউডে

নিউইয়র্ক,২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি এখন নজর দিয়েছেন হলিউডে। নিজের জন্মস্থানের নামে খুলেছেন প্রযোজনা সংস্থা '৫২৫ রোসারিও'। 'স্মাগলার এন্টারটেনমেন্ট' নামে একটি প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তিনি কাজ শুরু করেছেন।

মেসির এই প্রযোজনা সংস্থা সিনেমা থেকে তথ্যচিত্র, পারিবারিক বিনোদন, টিভির অনুষ্ঠান, বাণিজ্যিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলোর মতো বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে।মেসি বলেছেন, 'খেলার মাঠ ছাড়া বিনোদন জগতও আমার পছন্দের একটা জায়গা। প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।আগামী দিনে এই সংস্থাকে অনেক বড় করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই।'

# ২০২৯ সালে মহিলাদের ইউরো হোস্টের জন্য বিড করবে জার্মানি

বার্লিন, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহিলাদের ইউরোতে জার্মানি সবচেয়ে সফল দেশ। ১৯৮৪ সালে প্রথম ইভেন্ট থেকে আটবার মহিলাদের ইউরো জিতেছে তারা।

সেই জার্মানি ২০২৯ সালের মহিলাদের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য বিড করবে। দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফবি) এই ঘোষণা করেছে।ডিএফবি সভাপতি বার্ন নিউয়েনডর্ফ বলেছেন, বিডটি ছিল সংস্থার 'ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প' তা দেশের মহিলাদের ফুটবলকে অতিরিক্ত উৎসাহ দেবে।উল্লেখ্য, জার্মানি ২০২৪ সালে পুরুষদের ইউরোর আয়োজন করেছিল।

# বিশ্ব সেরা সুপারস্টার রশিদ খানের জন্মদিন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার বিশ্বসেরা সুপারস্টার রশিদ খানের জন্মদিন। ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানের নাঙ্গরাহার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১১ ভাইয়ের মধ্যে রশিদ খান ষষ্ঠ। তার জন্মের তিন বছর পরেই শুরু হয় আফগানিস্তান যুদ্ধ। 'নাইন ইলেভেন' হামলার জের আমেরিকা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ২০০১ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ওই যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে পাকিস্তানে চলে যেতে হয় ছোট্ট রশিদের পরিবারকে।

পাকিস্তানের পেশোয়ার ইসলামি কলেজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে তিনি পড়ালেখা করেন। আর ক্রিকেটের হাতেখড়িও হয় সেখানে। পাকিস্তানে থাকাকালীন অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদির খেলা দেখতেন রশিদ, চেষ্টা করতেন তার মতো বল করতে। পরে অ্যাকশন বদল করে রশিদ খান আজকের অন্যতম সেরা লেগ স্পিনার। অনেকে তাকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় মনে করেন।২০১৫ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয় রশিদ খানের।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# তপশিলি জাতিদের উন্নয়নে কিছুই করেনি কংগ্রেস, অভিযোগ অরুনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** কেন্দ্রে দীর্ঘ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও তপশিলি জাতিদের উন্নয়নের জন্য কিছুই করেনি কংগ্রেস। উল্টো ক্ষমতায় এলে তপশিলি জাতিদের সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার কথা বলছেন বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করে একথা বলেন বিজেপি দলের তপশিলি মোর্চার কেন্দ্রীয় সদস্য অরুণ হালদার।

সাম্প্রতিক আমেরিকায় গিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন যে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে সংরক্ষণ প্রথা তুলে দেবেন। আর বিরোধী নেতার এই মন্তব্য নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি দলের তপশিলি মোর্চা সংগঠন।

শনিবার এনিয়ে সারাদেশে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রাহুল গান্ধী ও ও কংগ্রেস দলের তীব্র সমালোচনা করে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের তপশিলি মোর্চা।

এদিন দেশের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় ত্রিপুরা আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনের করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তপশিলি মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ হালদার, তপশিলি মোর্চা রাজ্য সভাপতি অরবিন্দু দাস এবং প্রদেশ মিডিয়া কনভেনার সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা অরুণ হালদার বলেন স্বাধীনতার পর থেকেই তপশিলিদের অবমাননা করছে কংগ্রেস দল।বাবাসাহেব ভীমেরাও আম্বেদকরের তপশিলি সংরক্ষণের সাংবিধানিক আইনটিও কার্যকর যাতে না হয় সেই পথে হেটে ছিলেন জহরলাল নেহেরু। কিন্তু সেটাতে সফল হতে পারেননি। আর কংগ্রেসের পূর্ব সারির নেতাদের মতই আচরণ করছেন রাহুল গান্ধী।

তা কোনভাবেই বরদাস্ত করবে না ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা। প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর তপশিলি জাতিদের উন্নয়নের পাশাপাশি সংবিধান সংশোধন করে ওবিসি কমিশনকে সাংবিধানিক দরজা দিয়েছেন। যদিও এটা অস্থায়ী।

## শারদীয়া দুর্গোৎসবকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শুক্রবার বিশালগড় মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই সভায় মহকুমার সব ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদকদের ডাকানো হয়।

বন্যা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে যেন এবারে পূজার চাঁদা ধার্য্য করা হয়। কোন মানুষের উপর পূজার চাঁদার জন্য যেন কোন রকম চাপ সৃষ্টি করা না হয়। সমস্ত পূজা প্যান্ডেলে বৈদ্যুতিক তার ব্যবহারের জন্য এবং প্যান্ডেলের উচ্চতা নির্ধারন করার ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ মেনে করতে হবে।

তাছাড়া, যে সমস্ত ক্লাবের পুজো রাস্তায় হচ্ছে তাদেরকে সরকারের নির্দ্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে পুজো করার জন্য আহ্বান রাখেন মহকুমা শাসক।

আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের ওসি নারায়ণ চন্দ্র রায়, এসডিপিও দুলাল চন্দ্র দত্ত সহ বিভিন্ন দপ্তর আধিকারিকরা। বৈঠকে সমস্ত ক্লাবের প্রতিনিধিগণ নিজেদের সহমত পোষণ করেন।

## সুদীপের আবাসন ছাড়ার নির্দেশ

# অমানবিক ও গভীর ষড়যন্ত্র ঃ আশিস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের আবাসন ছাড়ার নির্দেশ অমানবিক ও গভীর ষড়যন্ত্র। খুব অন্যায় ভাবে একটার পর একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁকে আবাসন ছাড়ার জন্য বাধ্য করছে শাসক দল বিজেপি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করেন পিসিসি সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

পাশাপাশি এদিন তিনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার দূর্নীতির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তিনি বলেন, একজন মন্ত্রী হয়ে দূর্নীতেতে জড়িয়ে পড়েছেন। আর এই দূর্নীতিগ্রস্তদের নিয়েই বিজেপি সরকার চলছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের তরফ থেকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বিষয় সম্পত্তির সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর কাছপ তুলে ধরা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, সরকারি অর্থ নয়ছয় করছেন মন্ত্রী বিকাশ দেবর্বমা। বড়মুড়া, লেম্বুছড়া সহ একাধিক জায়গায় তাঁর বাড়ি রয়েছে। আর এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াতে অমানবিক ভাবে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের আবাসন ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

# রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে এখনো রক্তের সংকট রয়েছে : মেয়র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সংকট দূর করতে আগরতলা পুর নিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে শনিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সংকট দূর করতে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ আগরতলা পুরো নিগমের ওয়ার্ড অফিস গুলির তরফে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার আগরতলা পুরো নিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক কুমার মজুমদার এবং বাজার ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা সহ অন্যান্যরা।

এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে এখনো রক্তের সংকট রয়েছে। ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের মজুদ নিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহবানে সাড়া দিয়েই ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে এই রক্তদান শিবির সংঘটিত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এ ধরনের রক্তদান শিবিরে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

## শিক্ষকদের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল স্কুল পড়ুয়ারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষকের দাবিতে স্কুলে তালা ঝুলালো ছাত্র-ছাত্রীরা। পরবর্তীতে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তারা। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার মাছলি তুইকর্মা তুইসা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তুইকর্মা তুইসা বিদ্যালয় বিষয় শিক্ষক নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। একাধিকবার দাবি জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা প্রায় লাঠে উঠেছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সিলেবাস অসম্পূর্ণ থাকার ধরুন অনিশ্চিত ফলাফলের আশঙ্কা আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রীরা। শুধু চলে টালবাহানা। গত ৫ জুলাই একই দাবিতে একি বিদ্যালয় তালা ঝোলিয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। তখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরই তাদের দাবি অনুযায়ী শিক্ষক যোগান দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের তখনকার মতো শান্ত করা হয়। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি নিয়ে কোন হেলাল দুটি লক্ষ্য করা যায়নি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে। ফলে বাধ্য হয়ে ২১ সেপ্টেম্বর পুনরায় তুইকর্মা তুইসা বিদ্যালয়ে সকাল থেকেই তালা ঝুলিয়ে দেয় ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা। একজন শিক্ষককেও স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে মাছলি এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ছাত্রছাত্রীরা।

দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফ থেকে দু তিন দিনের মধ্যেই তাদের দাবি পূরণ করা হবে প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি তারা জানিয়ে দে এবার প্রতিশ্রুতির খেলাফ হলে বড় আন্দোলনের নামবে ছাত্রছাত্রীরা।

## তিন দফা দাবিতে খোয়াইয়ে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন বাম যুব সংগঠনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** বেকারের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তিন দফা দাবিতে শনিবার খোয়াইয়ে জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হলো দুটি যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে।এদিন জেলা শাসক চান্দনী চন্দ্রনের সাথে তার অফিসকক্ষে সাক্ষাত করেন যুবনেতৃবৃন্দ।

ডি ওয়াই এফ আই ও টি ওয়াই এফ -- র পক্ষ থেকে জেলা শাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয় বেকারের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তিন দফা দাবির ভিত্তিতে মূখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে লেখা স্মারকলিপি।প্রতিনিধিদলে ছিলেন গৌতম পাল , রিপন বিশ্বাস, সাগর পাল ও সৌরজিত দত্ত।

তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের হাজার হাজার শূন্যপদ পূরণ করা, আউটসোর্সিং প্রথায় লোক নিয়োগ পদ্মতি বাতিল করা ও অবিলম্বে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।স্মারকলিপিতে দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানের সব সুযোগ বন্ধ।

এ রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানহীনতার এরকম ছবি এর আগে কখনো দেখা যায়নি।কাজের অভাবে রুজি রোজগারের রাস্তা বন্ধ।

এর প্রভাব পড়ছে যুবদের দৈনন্দিন জীবনচর্চায়।একাংশের কর্মহীন দিশেহারা যুবক নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে।অসামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়ছে।একাংশের কর্মহীন যুবক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডেও জড়িত হয়ে পড়ছে। সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অহেতুক কালক্ষেপন করছে।বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে শূন্যপদের পাহাড়।এগুলোতে লোক নিয়োগের কোন উদ্যোগ নেই সরকারের।ওরা শুধু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আউটসোর্সিং প্রথায় লোক নিয়োগ করতে।যা হলো এককথায় অনিশ্চিত কর্মসংস্থান।

এই অবস্থায় যুব সংগঠন দুটোর পক্ষ থেকে রাজ্যের বেকারের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়ার দাবী জানানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে।এই মর্মেই এদিন মুখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে লেখা স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে খোয়াইয়ের জেলা শাসক চান্দনী চন্দ্রনের হাতে।

## দুই যুবকের বিরুদ্ধে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ, মামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** ফের নাবালিকা ধর্ষনের ঘটনা। এবারে তেরো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগ দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনা ফটিকরায় থানাধীন তরুনীনগর গ্রামে।

ক্রমাগত বেড়েই চলেছে ধর্ষনের মতো নেক্কারজনক ঘটনা। এবারে আরজিকর কাণ্ডের প্রায় সমসাময়িক ঘটনাই যেন ঘটলো ত্রিপুরায়। তেরো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠলো অঙ্কন মজুমদার এবং অপু সরকার নামের দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনা ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানাধীন তরুনিনগর দুই নম্বর ওয়ার্ডে। বর্তমানে শারিরিক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঐ ধর্ষিতা নাবালিকা।

নাবালিকার অভিযোগ, বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে পুজোতে তার পাশ্ববর্তী এক বান্ধবীর বাড়ীতে বেড়াতে যায় এবং রাত্রীযাপন করে নাবালিকা। পরদিন ভোরে তারা দুই বান্ধবী মিলে রাস্তায় ঘুরতে বের হলে সেখানে ঐ গ্রামের বাসিন্দা অঙ্কন মজুমদার এবং অপু সরকার নামের দুই যুবক তাদের পথ আটকায় এবং অঙ্কন নামের অভিযুক্ত যুবক নাবালিকা মেয়েটিকে মুখ চেপে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তার উপর পাশবিক লালশা মেটায় বলে অভিযোগ।

# অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ দুই বাংলাদেশী নাগরিক, আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতিতে সেখানকার সাধারণ শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে দিশেহারা। আর তাই কাজের সন্ধানে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করছেন বহু অনুপ্রবেশকারী। ঠিক এমনই একটি ঘটনা ঘটলো গতকাল কৈলাসহর মহকুমার ভারত-বাংলা সাতলাং সীমান্তে।

গতকাল সন্ধ্যায় ভারত-বাংলাদেশ সাতলাং সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে বাংলাদেশের দুই নাগরিক মহম্মদ সাহিদ(৩৮) ও আকলিমা বেগম(২৫) বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করলে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিএসএফ তাদের পাকরাও করে। আইন মোতাবেক বিএসএফ আজ ইরানি থানার পুলিশের হাতে তাদের তুলে দেয়। আটককৃত দুই বাংলাদেশী নাগরিকের বাড়ী যথাক্রমে ঢাকার টুঙ্গী ও মানিকগঞ্জ এলাকায়। গতকাল ভারতীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর (বিএসএফ) ৯৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের হাতে আটক হয় এই দুই বাংলাদেশী নাগরিক।

ধৃতদের আজ সকালে ইরানি থানায় হস্তান্তর করা হলে থানায় রুটিন চেকআপের সময় মহম্মদ সাহিদের (৩৮) পিঠে কিছু আঘাতের চিহ্ন দেখতে পায় পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায় ভারতের চেন্নাইতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলো তারা এবং এ কাজে তাদের সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশের কিছু অর্থগৃধ্নুত।

বর্তমানে ইরানি থানার পুলিশ ধৃত দুই বাংলাদেশী নাগরিকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন অনুযায়ী ৫টি ধারায় মামলা রজু করেছে যার নম্বর ইরানি পিএস/৭১/২৪। বর্তমানে ধৃতরা ইরানি থানার হেফাজতে রয়েছে। আইনী প্রক্রিয়া শেষে তাদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ইরানি থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার তরনী জমাতিয়া।.

## নেশা বিরোধী অভিযানে ১.১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার , ধৃত দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১.১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে দুই নেশাকারবারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকা বলে জানান এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়।

এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে গাড়ি করে নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী সহ কলেজটিলার ওসির নেতৃত্বে একটি টিম বানিয়ে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অনেক জায়গায় অভিযান চালিয়ে শেষে এমবিবি কলেজ এলাকায় একটি অটোকে আটক করেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# জিবি হাসপাতালের ভুল চিকিৎসার কারণে মৃত্যু ব্যাক্তির, অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** সন্ধ্যায় যে ইনজেকশন দেওয়ার কথা ছিল, সেই ইনজেকশন রাত এগারটায় দেওয়া হয়েছিল। ইনজেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণ পর ওই রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিতক ও রোগীর পরিজনদের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছিল। ওই ঘটনায় কিছুক্ষনের জন্য হাসপাতাল চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

মৃতের পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, গত দুইদিন আগে নাগেরজলার বাসিন্দা বিকাশ রায়কে জিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছিল। শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যার কারণে আইজিএম হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তারপর থেকে জিবি হাসপাতালের নার্স ও চিকিতকরা ভালো পরিষেবা দিচ্ছিল না। এমনকি, সঠিক সময়ে ঔষধ ও দিচ্ছিল না, বলে অভিযোগ।

আরো অভিযোগ, চিকিতকরা দুইটি ইনজেকশন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল নার্সদের। পরিবারের সদ্যসরা ইনজেকশন নিয়ে আসার পরও তাঁরা ওই ইনজেকশন দেয় নি। সন্ধ্যায় যে ইনজেকশন দেওয়ার কথা ছিল, সেই ইনজেকশন রাত এগারটায় দেওয়া হয়েছিল। ইনজেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণ পর ওই রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ওই ঘটনাকে ঘিরে কিছুক্ষনের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। পরর্বতী সময়ে পরিবারের সদস্যরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

## মাদক বিরোধী অভিযানে ৯ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা গাছ ধ্বংস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার কলমচৌড়া থানার পুলিশ আবারও মাদক বিরোধী অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছে।থানার নতুন ওসি নারু গোপাল দেব দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই গাঁজার চাষের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা অভিযানের পুনরায় সূচনা করে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত গভীর জঙ্গলে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বক্সনগর বন দপ্তরের বাগবের ও আই টি আই কলেজ সংলগ্ন জঙ্গলে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৮ কানি বনভূমিতে গাঁজার চারা গাছ ধ্বংস করা হয়।অভিযানে মোট ৯ লক্ষেরও বেশি গাঁজার চারা গাছ এবং দুটি নার্সারি ধ্বংস হয়েছে,যা মাদক কারবারিদের জন্য বড় আঘাত।

অভিযানে অংশ নেন এসআই বিশ্বজিৎ দেববর্মা,এস আই অসীম দাস, অরুন দেববর্মা, শান্তি ত্রিপুরা সহ টিএসআর ও পুলিশ বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা। উল্লেখযোগ্যভাবে,গাঁজার চারা লাগানোর প্রস্তুতি থাকলেও পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে তা নষ্ট করে দেয়।ওসি নারু গোপাল দেব জানান যে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

সোনামুড়া মহকুমার আওতাধীন সরকারি বনভূমিতে বছরের পর বছর ধরে গাঁজার অবৈধ চাষ চলে আসছিল। কিন্তু ওসি নারু গোপাল দেব দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই চাষ বন্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েক লক্ষ গাঁজার চারা ধ্বংস করা হয়েছে, যা মাদক কারবারিদের বড় ক্ষতি করেছে।এই মাদক বিরোধী অভিযানের সফলতা প্রমাণ করে যে কলমচৌড়া থানার নতুন নেতৃত্ব সোনামুড়া মহকুমার গাঁজা চাষের সমস্যার সমাধানে আরও কঠোরভাবে এগিয়ে আসছে।

## কৈলাসহরে পিএম জনজাতি উন্নত গ্রাম অভিযান কর্মসূচির সূচনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** শনিবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৈলাসহরে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক পিএম জনজাতি উন্নত গ্রাম অভিযান কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।

লাশহরের ডিএম অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা সহ জেলার বিভিন্ন অফিসারদের নিয়ে পিএম জনজাতি উন্নত গ্রাম অভিযান এর সূচনা করেছেন। এই অঙ্গ হিসেবে জানিয়েছেন যে ত্রিপুরায় মোট ১৯ টি জনজাতি গোষ্টির বসবাস। এর মধ্যে ঊনকোটি জেলার ২০১১ এর জনগণনা অনুসারে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেবা সপ্তাহ এর অঙ্গ হিসেবে শনিবার কল্যাণপুর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে কল্যাণপুর হাসপাতালে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি শুভঙ্কর সেন, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ শ্রী নিতাই বল, জিলা পরিষদ সদস্য রাজীব পাল, সাধারণ সম্পাদক অসীম দেবরায়, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, চয়ন রায় সহ আরো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ভারতে ইলিশমাছ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ

**মনির হোসেন, ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর ।।** দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ভারতে ৩ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিল বাংলাদেশের অর্নবতীকালীন সরকার। ঢাকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

শনিবার ঢাকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখা থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়েছে, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ভারতে ৩০০০ টন ইলিশ মাছ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। রপ্তানিকারকদের আবেদনের বিপরীতে নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টার মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে বলা হয়েছে। যারা ইতোমধ্যে আবেদন করেছেন তাদের নতুন করে আবেদনের প্রয়োজন নেই বলে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা জিআই পণ্য হিসেবে ২০১৭ সাল থেকে স্বীকৃত ইলিশ টানা পাঁচ বছর ধরে ভারতে রপ্তানি করে আসছে বাংলাদেশ। যদিও ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রপ্তানি বন্ধ ছিল। প্রায় প্রতিবছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে পাঁচ হাজার টন ইলিশের চাহিদার কথা জানিয়ে থাকেন ভারতের ব্যবসায়ীরা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইলিশ চেয়ে আবেদন করেছে।

পরে উপহাইকমিশন বিষয়টি বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানায়। এর আগে বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, চলতি বছর ভারতে ইলিশ রপ্তানি করা যাবে না। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই ভারতে ইলিশ রপ্তানির পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।